জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

যোগীরাজ্যে বিস্ফোরণ

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। কমপক্ষে দু'জনের মৃত্যু ও পাঁচজনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা

পশ্চিমি হাওয়ার প্রবেশ

অবাধে প্রবেশ করছে পশ্চিমের শীতল হাওয়া। সপ্তাহান্ত পর্যন্ত জমিয়ে শীতের আমেজ। স্বাভাবিকের চেয়ে দু-চার ডিগ্রি নিচে নেমেছে তাপমাত্রা। রবিবার থেকে ফের সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা

আজ বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ, কোন দিকে বিহার?

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে চরম দুরবস্থা কৃষকদের, পেঁয়াজ ১ টাকা কেজি

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৯ • ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ • ২৭ কার্তিক ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 169 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 14 NOVEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ভিশন নিয়ে কাজ করুন, একদিন সেরা হবে টলিউড : মুখ্যমন্ত্রী

‘কিফ’ এখন জনগণের উৎসব

চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন। গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন, টলিউডের কলাকুশলীরা। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : কিফ (কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব) হল জনগণের উৎসব। বৃহস্পতিবার উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে উপস্থিত বিদেশি পরিচালক-অতিথিদের আহ্বান জানালেন, বাংলায় এসে ছবি তৈরির জন্য। এতে উপকৃত হবে টলিউডও। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আপনাদের ভিশন-মিশন নিয়ে আসুন। এখানে এসে একসঙ্গে কাজ করলে টলিউড বিশ্বসেরা হতে পারে। বাংলায় পাহাড়-সাগর-জঙ্গল— সব রয়েছে। তাঁর সংযোজন, এখানে এসে ছবি তৈরি করলে আমাদের সবরকম সহযোগিতা পাবেন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পর থেকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে আক্ষরিক অর্থেই জনসাধারণের উৎসবে পরিণত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম আমলে এই চলচ্চিত্রের উদযাপন ছিল গুটিকয়েক তথাকথিত ‘বুদ্ধজীবী’দের কুক্ষিগত। তা কখনওই জনগণের উৎসব হয়ে উঠতে পারেনি। নন্দন-চত্বর ছাড়া এখনকার মতো শহর জুড়ে এতগুলি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখানোর ভাবনাও কারও মাথাতেই আসেনি! কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে জনতার মাঝে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, জয়া বচ্চন, মহেশ ভাট, রানি মুখোপাধ্যায়, ক্যাটরিনা-সহ প্রতি বছর বলিউডের প্রথম সারির নায়ক-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে এসে তাক লাগিয়ে দেওয়া! আমজনতার আছড়ে পড়া (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কুৎসা

সকালে ঘুম ভাঙার পর
যখন প্রাত্যহিক সংবাদ পড়ি,
চোখের সামনে কুৎসা দেখলে
সকালটা যেন হারিয়ে যায়।

সারাদিন চলে অনেক কাজ
কাজের শুরুতেই যদি সংবাদ হয়
কাগজ ভরা, সংবাদ আকাল,
তবে শুরুতেই উৎসাহটা হারিয়ে যায়।

সারাদিনের পরিকল্পনা
সকালেই যদি আঘাত পায়,
তবে সকালটা হয়ে যায় দুঃস্বপ্ন,
তবে সকালটাই আঁধার হয়ে যায়।

ঘটনা যদি হয় সত্যি,
তবে খারাপ লাগলেও মানতে হয়।
আর ঘটনা যদি হয় 'রামধনু কুৎসা'
তবে ভোরবেলাটাই হারিয়ে যায়।

চলতি মাসের শেষ দিকে কোচবিহারে অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআর চলার মাঝেই চলতি মাসের শেষদিকে কোচবিহার আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনটি বিধানসভায় পদযাত্রা-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহারের তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসছেন এটা জানার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কোচবিহারে এসে পদযাত্রায় শামিল হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন তিনি। কোচবিহার জেলা জুড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ ফেস্টুনে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক-সহ দলের নেতৃত্বরা দফায় দফায় বৈঠক শুরু করেছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ফেসবুকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার খবর ছড়িয়ে দিতেই সোশ্যাল (এরপর ১২ পাতায়)

নাম নেই সংবিধান কমিটির সদস্যের পরিবারের

এই এসআইআর-লজ্জা!

সারদাচরণ চন্দের ছবি নিয়ে পরিবারের সদস্য।

প্রতিবেদন : আজব-কাণ্ড! প্রমাণিত এই এসআইআর-লজ্জা! এ এমনই এসআইআর যে, নাম নেই দেশের সংবিধান-প্রণেতা কমিটির সদস্যের উত্তরাধিকারীদেরই। এমনকী তাঁর বাড়িটিকেই হাপিশ করে দেওয়া হয়েছে। যিনি কাজ করেছেন সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের সঙ্গে, সেই সারদাচরণ চন্দের পরিবারের সদস্যদেরই প্রমাণ দিতে হবে তাঁরা দেশের নাগরিক কি না? হায় রে এসআইআর! এই পরিস্থিতিতে গর্জে উঠছেন সারদাচরণের উত্তরাধিকারীরা। তাঁদের সোজাসাপটা বক্তব্য, আগে প্রমাণ করুন আমরা ভারতীয় নাগরিক নই, তারপর আমরা দেশের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেব! রায়সাহেব সারদাচরণ চন্দ। সংবিধানপ্রণেতা-কমিটির সদস্য। বাড়ি রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালীঘাটের ৮ নম্বর ধর্মদাস রোডে। এখানেই এসআইআর পড়ল বড় রকম লজ্জার সামনে। নির্বাচন কমিশনের আপলোড করা ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম নেই সারদাচরণ চন্দের পরিবারের কারও! (এরপর ১০ পাতায়)

সুরক্ষা কোথায়?

বিজেপি জমানায় দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলার তালিকা বেড়েই চলেছে। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শপথ-নেওয়া মোদি-শাহ নির্বাচনের প্রচার আর বিদেশভ্রমণেই ব্যস্ত! দিল্লিতে বিস্ফোরণ, নাগরিক সুরক্ষা কি শুধু বিজেপির বক্তৃতাতেই? গোয়েন্দা ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে কেন্দ্রকে। (বিস্তারিত ভিতরে)

রাজনৈতিক চক্রান্ত, ৩৪ লক্ষ বাদের ফন্দি

প্রতিবেদন : বিস্ফোরক তথ্য। আধার-কার্ডকে শিখণ্ডী করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের ফন্দি চলছে। নেপথ্যে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। যারা এই ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরকে ভোটবাক্সে এর মূল্য চোকাতে হবে। সঠিকভাবে যাচাই না করে যদি একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, তবে আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর সূত্রে আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করার তথ্য সামনে আসার পর আইনি পদক্ষেপ, গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউআইডিএআই (UIDAI)-এর অধিকর্তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩২-৩৪ লক্ষ মৃত বাসিন্দার আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা (এরপর ১২ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৮৮৯
জওহরলাল নেহরু
(১৮৮৯-১৯৬৪)

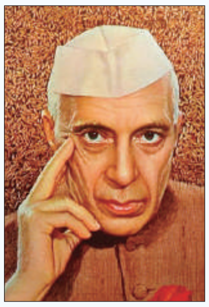

এদিন এলাহাবাদে (অধুনা প্রয়াগরাজ) জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জওহরলাল নেহরুর সমালোচনা করে এসেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সংঘ পরিবার। কিন্তু বাস্তব হল সম্প্রীতি, সাম্য এবং আধুনিকতার ভিতের উপরে এই দেশ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন নেহরু। তাঁর বক্তব্য ছিল, নদীবাঁধগুলিই হল আধুনিক ভারতের মন্দির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার অনেক বছর পরে বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০১ সালে বেঙ্গালুরুতে একটি আইটি পার্ক উদ্বোধনে গিয়ে নেহরুর সুরেই বলেছিলেন, এ সবই হল নতুন ভারতের মন্দির। নেহরুর রাজনৈতিক চরিত্রের যে ধর্মটির কথা বহুচর্চিত, তার নাম গণতান্ত্রিকতা। ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সক্রিয় দায়বদ্ধতা সেই গণতান্ত্রিকতার শর্ত। নেহরু অনেক দূর অবধি সেই শর্ত রক্ষা করে চলেছিলেন। স্বাধীন ভারত আপন জীবনের প্রথম পর্বে কতটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তার গণতন্ত্রের সার্থক অনুশীলন করেছিল— বহু ঘাটতি এবং বিকৃতি সত্ত্বেও যে সার্থকতা পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই ছিল অনন্য— এবং সেই সার্থকতার পিছনে তার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সকলকে নিয়ে চলার স্বাভাবিক আগ্রহ কত বড় ভূমিকা পালন করেছিল, আজ, ছয়-সাত দশকের দূরত্ব থেকে সে-সবের মর্ম হয়তো কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

১৯২০
রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক

(১৮৭৯-১৯২০) এদিন প্রয়াত হন। সুবোধচন্দ্র কোনও রাজপরিবারে জন্মাননি, রাজা উপাধিও পাননি। ১৯০৫ সালের ৯ নভেম্বর যখন বাংলায় 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' তৈরি নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন ভিত্তিপ্রস্তরের জন্য। সেদিন থেকেই লোকমুখে তিনি পরিচিত 'রাজা' সুবোধ মল্লিক নামে। তিনি বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক। মাতার নাম কুমুদিনী বসুমল্লিক। বিলেত ফেরত সুবোধচন্দ্র স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর বাড়ি থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের কার্যকলাপ চলত।

১৯৬৯
অ্যাপোলো ১২ এদিন চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

এতে ছিলেন তিনজন নভশ্চর, চার্লস কনার্ড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বিন। পাঁচদিন পর এটি চাঁদের মাটিতে নামে। এটি ছিল মানুষ নিয়ে মহাকাশযানের চাঁদে অবতরণের দ্বিতীয় ঘটনা।

১৯২২
বুত্রোস ঘালি

(১৯২২-২০১৬) এদিন মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের দায়িত্ব সামলে ছিলেন। তিনিই প্রথম আরব ও আফ্রিকান যিনি এই পদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৮৮৯
নেলি ব্লাই

(১৮৬৪-১৯২২) এদিন বিশ্ব পরিক্রমা শুরু করেন। পেশায় মার্কিন সাংবাদিক। জুলে ভার্নের লেখা কাহিনির 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেইজ'-এর নায়ক, একটি কাল্পনিক চরিত্র, ফিলিয়াস ফগের অনুকরণে তাঁর এই বিশ্ব পরিক্রমার পরিকল্পনা। বাস্তবে তাঁর গোটা দুনিয়া ঘুরতে সময় লেগেছিল প্রায় ৭২ দিন।

১৯২২
বিবিসির বেতার সম্প্রচার শুরু।

লন্ডনের ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং কোম্পানি হল প্রথম সংস্থা যারা ২এলও এই সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে প্রথম দৈনিক বেতার সম্প্রচার শুরু করে। এই বেতারব্যবস্থা গণমাধ্যম হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৩ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬৪	৮৮.২৩
ইউরো	১০৪.৪৭	১০২.৫২
পাউন্ড	১১৮.৫৯	১১৬.১৮

নজরকাড়া ইনস্টা

শিল্পা শেট্টি

দেব

কর্মসূচি

কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে ডক্টরেট, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগে ৯৮৪ জনকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পারিষদ তথা জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষের উদ্যোগে ১০ নং ওয়ার্ডে লালকেল্লায় বোমা বিস্ফোরণে মৃত সাধারণ নাগরিকদের আত্মার শান্তি কামনা করা হল।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৬

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. নৌকার ছোট দাঁড়বিশেষ ৩. দম্ভ, অহংকার ৫. নির্মাণের রীতি ৭. ক্রয়, খরিদ ৮. যাত্রীদের মালপত্র ১০. বিধিব্যবস্থা, নিয়মাবলি ১২. কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘ ১৩. সরস।

উপর-নিচ : ১. বনে নির্বাসন ২. চণ্ডীমণ্ডপ ৩. তৈলবীজবিশেষ, তিসি ৪. স্বামী ও স্ত্রী ৬. এ-ক্লাস ৯. আড়ম্বরপূর্ণ ১০. জল ভালোবাসে এমন জন্তু ১১. নিস্তেজ।

শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৫ : পাশাপাশি : ১. অনুকার ৩. টাঙানো ৫. উল ৬. মকর ৮. নভ ১০. গরব ১১. জম্পেশ ১৩. রস ১৫. কঙ্কাল ১৮. ঘট ১৯. দহন ২০. পরিজ্ঞান। **উপর-নিচ :** ১. অপমান ২. কায়েম ৩. টাল ৪. নোট ৫. উরগ ৭. জবর ৯. ভজন ১২. শকট ১৪. সমাসীন ১৬. লটারি ১৭. খাদ ১৮. ঘন।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অতিথিরা

এক নজরে

- জীবনকৃতি সম্মান : পরিচালক গৌতম ঘোষ
- ভারতীয় তথ্যচিত্র (স্পেশাল জুরি পুরস্কার) : জিলিপিবালার বন্ধুরা, মাই লাস্ট ফেস কুংবারা
- গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার : বিজয়ী যাপনের পটকথা
- সেরা ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি (স্পেশাল জুরি পুরস্কার) : কুয়াশে কি গীত, অপার্থিব
- সেরা ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি (গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার) : নিঙ্গমা থ্রু হার আইস
- সেরা চলচ্চিত্র (এনইটিপিএসই পুরস্কার) : ভিক্টোরিয়া (ভারতীয়)
- বেঙ্গলি প্যানোরামা: সেরা ছবি (গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার) : পড়শি
- ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র বিভাগ (স্পেশাল জুরি পুরস্কার) : কাংবো আলোতি (দ্য লস্ট পাথ)
- হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কার (ভারতীয় চলচ্চিত্র বিভাগ) সেরা পরিচালক : প্রদীপ কুরবা (হা লিঙ্গকা বেঙ ছবির জন্য)
- হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কার (ভারতীয় চলচ্চিত্র বিভাগ) সেরা ছবি : ছোড়া জাস্তাই (শেপ অফ মোমো)
- FIPRESCI আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা : টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস (স্পেশাল জুরি পুরস্কার) : বিউটিফুল ইভনিং, বিউটিফুল ডে
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সেরা পরিচালক (গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার) : শ্রীলঙ্কার পরিচালক ললিত রথনায়েকে (রিভারস্টোন ছবির জন্য)
- আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সেরা ছবি (গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার) : টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা

সাড়ম্বরে শেষ হল চলচ্চিত্র উৎসব

প্রতিবেদন : দশমীর আবহ নন্দন চত্বর জুড়ে। ছড়িয়েছে একরাশ বিষণ্ণতা। বৃহস্পতিবার শেষ হল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশি প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি বলেন, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, নদী— সবই আছে এই বাংলায়। আপনারা আসুন। অতিথি হিসেবে নয়, ভাই-বোন হয়ে, এখানকার পরিচালক কলাকুশলীদের সঙ্গে মিলিতভাবে ছবি বানান। সব রকমের সহযোগিতা পাবেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বকে উপহার দিতে পারে সেরা সেরা ছবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, সাংসদ-অভিনেতা দেব, সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সুরকার শান্তনু মৈত্র, বিভাগীয় সচিব শান্তনু বসু, উৎসব ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎসব চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, চলচ্চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল, হরনাথ চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সেইসঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি এবং জুরি সদস্যরা। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ। প্রদান করা হয় পুরস্কার। পরিবেশিত হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠান। সঞ্চালনায় ছিলেন জুন মালিয়া, উজান গঙ্গোপাধ্যায়।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন রবীন্দ্রসদনে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু মৈত্র। বিজ্ঞাপন সংস্থার ক্লায়েন্ট সার্ভিসিং এক্সিকিউটিভ থেকে কীভাবে হয়ে গেলেন সুরকার, সেই গল্প শোনালেন। বললেন তাঁর পরিচালকদের কথা, গায়ক-গায়িকাদের কথা। প্রবাসী বাঙালি তিনি। বাংলার প্রতি গভীর অনুরাগের কথাও প্রকাশ করেছেন। হাতে ছিল গিটার। শুনিয়েছেন বেশকিছু গান। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল।

সবমিলিয়ে বর্ণময় ছিল অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় বিভাগে সেরা দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে নন্দন-১ এবং নন্দন-২ প্রেক্ষাগৃহে। উৎসব শেষে মনখারাপ। মুখে মুখে ফিরছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা। এবার বত্রিশের দিকে পা।

■ গানে-আড্ডায় শান্তনু মৈত্র ও অরিন্দম শীল। বৃহস্পতিবার।

হাওড়ার দ্বীপাঞ্চলে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিট চালু

সংবাদদাতা, হাওড়া : তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমূল বদলে গিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যেমন একাধিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে তেমন উন্নয়ন হয়েছে হাসপাতালের ভবনগুলিরও। একইসঙ্গে উন্নয়ন হয়েছে রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও। এবার হাওড়ার দ্বীপাঞ্চল হিসেবে পরিচিত ভাটোরার দক্ষিণ ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চালু হচ্ছে ২০ শয্যার অন্তর্বিভাগ। এর জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরই সঙ্গে নির্মিত হচ্ছে নতুন ‘মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিট’। চিকিৎসকদের কোয়ার্টারও সংস্কার করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। সেই টাকায় এই হাসপাতালের সংস্কার করা হয়। এবার এখানে ইন্ডোর ব্যবস্থা চালু করার কাজও জোরকদমে চলছে। বৃহস্পতিবার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে ঘুরে দেখলেন এলাকার বিধায়ক সুকান্ত পাল। বিধায়ক জানান, দ্বীপাঞ্চলের মানুষের কাছে দক্ষিণ ভাটোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল।

পোষ্য বানির পেটে দড়ি ঘাসের মণ্ড, বাঁচালেন চিকিৎসকরা

প্রতিবেদন : দুপুরে লাঞ্চের পর হঠাৎই ফুটখানেকের কাপড়ের দড়ি গিলে নিয়েছিল আট বছরের বানি। কিছুক্ষণ পর বেগতিক বুঝে বমি করার চেষ্টার চালিয়ে কিছু ঘাসপাতাও গিলে নেয় সে। কিন্তু বমিও হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের কথা বলে। তবে বানির অভিভাবকরা বয়সের কারণে অস্ত্রোপচার করে ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই শেষপর্যন্ত অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের দ্বারস্থ হন তাঁরা। আর সেখানেই সামোয়েড প্রজাতির সারমেয় বানির পেটে জটলা পাকিয়ে থাকা সেই কাপড়ের দড়ি ও ঘাসপাতার মণ্ড আধঘণ্টার এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে বের করে আনা হয়। কোনওরকম কাটাছেঁড়া ছাড়াই একঘণ্টার কম সময়ে জ্ঞান ফিরে বানি সুস্থ হয়ে ওঠে। অস্ত্রোপচার ছাড়াই সারমেয়দের পেট থেকে ফরেন বডি বের করে আনার এই প্রযুক্তি বাংলা তথা পূর্ব ভারতে আর কোথাও নেই।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 November, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে একটি সূত্রে খবর এসেছে। ভয়ঙ্কর খবর। চক্রান্তের খবর। কী সেই খবর? আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করে কার্ড বাতিলের ফন্দি এঁটেছে কমিশন, পিছনে বিজেপি। জানা গিয়েছে, ইউআইডিএআই-এর অধিকর্তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৪ লক্ষ মৃত বাসিন্দার আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করেছে। এই খবর মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে এসেছে। এই নিষ্ক্রিয়তাকেই কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত। কতখানি মিথ্যাচার এবং দ্বিচারিতা ইউআইডিএআই-এর। তারাই এর আগে সংসদে জানিয়েছিল রাজ্যভিত্তিক, বছরভিত্তিক বা কারণভিত্তিক কোনও আধার নিষ্ক্রিয়করণের তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না। তাই যদি হয়, কোন আইনগত বা প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিপুল তথ্যপঞ্জি হস্তান্তর করা হল? এ তো পুরোপুরি সংবিধানকে উপেক্ষা করা। তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছে, এ-জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। বিহারে কমিশন খসড়া ভোটার তালিকায় হাজার হাজার মানুষকে মৃত বলে দেখিয়েছিল। পরে দেখা গিয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত রয়েছেন। বিজেপির বন্ধু রাজ্য বিহারেই যদি এই ঘটনা হয়, তাহলে বাংলায় যে পরিকল্পিত চক্রান্ত হচ্ছে— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং নিরপেক্ষ যাচাইয়ের দাবি তৃণমূলের।

সত্যিটা সবার জানা দরকার

স্বাস্থ্যবিমা মারফত চিকিৎসা পরিষেবা নাগরিকের অধিকার, এটা সবার জেনে রাখা ও মনে রাখা দরকার। চুক্তিমতো উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান করাই বিমা সংস্থার দায়িত্ব। ব্যক্তিগত বিমা এবং সরকারি বিমা— দুটির কোনও ক্ষেত্রেই পরিষেবায় তফাত হওয়ার কারণ নেই। স্বভাবতই নাগরিকের অধিকারে কোনও হেরফের হওয়ার কথা নয়। এটাও সবার জানা জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিহোমে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দুই ক্ষেত্রে দুরকম অভ্যর্থনা অভিজ্ঞতা মিলছে। এই অবাঞ্ছিত নজির ভূরি ভূরি। সম্পন্ন এবং গরিব নির্বিশেষে সরকারি হাসপাতালে প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। এর বাইরে, কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমেও বহু রোগীকে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বাংলায় গরিব, এমনকী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেরও অত্যন্ত দামি বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের সামর্থ্য নেই। তাই ন-বছর আগে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাদের জন্য একটি স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে। 'স্বাস্থ্যসাথী' নামের এই বিমা মারফত একটি পরিবার পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'ক্যাশলেস' পরিষেবা পেতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী, বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলিও এই পরিষেবা দিতে বাধ্য। অথচ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বহু মানুষকে বিমুখই হতে হয়। কোনও কোনও সংস্থা আবার চিকিৎসা পরিষেবা দিতে রাজি হয়েও কিছু কঠিন শর্ত আরোপ করে। যেমন চিকিৎসা বিলের পুরোটা ক্যাশলেস হবে না, একটা পার্ট পেমেন্ট ক্যাশে বা নগদে করতে হবে। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে প্রথম দিকে 'এলিট' বেসরকারি সংস্থাগুলি পাত্তাই দিত না। বস্তুত এই কার্ডধারী নাগরিকরা চিকিৎসা নিতে গিয়ে উপহাসের পাত্রও হতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি নজরদারির পর অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ফের কিছু অনিয়ম শুরু হয়েছে। সেসব গোচরে এসেছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর। বিমা সংস্থা সরকারের কাছ থেকে অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম আদায় করেছে, অতএব তারা পরিষেবা দেবে। নাগরিকের হয়ে রাজকোষ থেকেই ওই প্রিমিয়াম মেটানো হয়েছে। 'বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের রোগী ফেরালে তাদের লাইসেন্স রাখার কোনও অধিকার নেই।'—মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাইভেট হাসপাতাল-নার্সিংহোমগুলির একাংশকে তাই তুলোধোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'সব নার্সিংহোম-প্রাইভেট হাসপাতাল খারাপ, বলছি না। আজও অনেকে সেবা দেয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন হস্তক্ষেপ করার পর অভিযোগ অবশ্য কমেছে। কিন্তু এটাও সত্যি, অনেকে রোগী ফেরাচ্ছে। স্বাস্থ্যসচিবকে বলেছি অভিযোগ পেলেই, শো-কজ করুন।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ও প্রধানমন্ত্রী মশাই! ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাই!

দিল্লি বিস্ফোরণ। সন্ত্রাসের ঊর্ণনাভের বিস্তার সম্পর্কীয় নয়া উন্মোচন। তবু, তবুও, অনেকগুলো প্রশ্ন। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে, সেইসঙ্গে বঙ্গবিজেপির কাজকারবার নিয়েও। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

নাশকতা না কি দুর্ঘটনা? এটা বুঝতেই লেগে গেল অনেকটা সময়। শেষমেশ যা উঠে এল তা চুম্বকে এরকম—

● জইশ-ই-মহম্মদের 'হোয়াইট কলার মডিউল' এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। তারাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সেটা এখন স্পষ্ট।

● এই হোয়াইট মডিউলের জাল সীমান্তের ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন।

● হোয়াইট মডিউলের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ জোগানো, সন্ত্রাসবাদীদের নিয়োগ করা এবং অস্ত্র পাচার চালানো হত। এ ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয় ছিল। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তৎপরতায় ওই আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী মডিউলের হদিশ মিলেছে।

গোয়েন্দারা নাকি এখন খোঁজ চালাচ্ছেন দুটি বিষয়ে—

● বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া হুন্ডাই আই ২০ গাড়ির চালক ডাঃ উমর নবি ও ফরিদাবাদে যাঁর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল সেই ডাঃ মুজাম্মিল গনাই, এই দুজন তুরস্কে গিয়েছিলেন ট্রেনিং নিতে। দুজনের পাসপোর্টেই তুরস্কের ছাপ মিলেছে। তুরস্কেই তাঁদের সঙ্গে ভিন দেশি সন্ত্রাসবাদী হ্যান্ডেলারের যোগাযোগ হয়েছিল কিনা।

● বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই আই ২০ গাড়িটির সঙ্গে একটা লাল রঙের ফোর্ড ইকো স্পোর্ট গাড়িও ছিল। সেটা কোথায় গেল?

এইসব উপাত্ত ও কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে নানা অনুত্তরিত জিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছে, হয়েই চলেছে, একের পর এক। প্রশ্নগুলো সাজিয়ে দিলাম, হয়তো পরপর নয়, খানিকটা এলোমেলোভাবেই।

● অমিত শক্তিধর অমিত শাহের গোয়েন্দাদের তো অজানা ছিল না কিছুই। তাঁরা তো জানতেন, কে বা কারা পোস্টার লাগাচ্ছে। কোন ডাক্তার কার রান্নাঘরে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুত করছেন, সবকিছুই। তবু তাঁরা আটকাতে পারলেন না লালকেল্লার মতো সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয় হিসেবে চিহ্নিত একটা এলাকার জঙ্গিদের ঘটানো বিস্ফোরণ! কেন?

● ভোটের বাজার গরম করতে নরেন্দ্র মোদি সর্বত্র সর্বদা বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর' জারি হয়েছে। তবু বাঁচানো গেল না

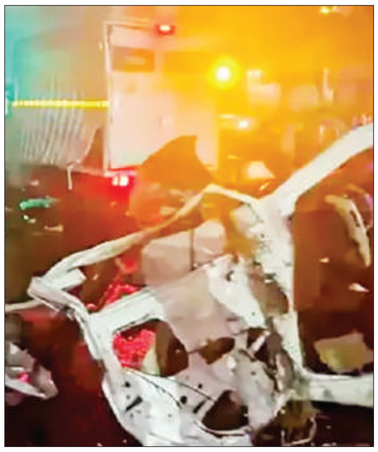

১৩টি নিরীহ প্রাণ। কেন?

● 'জইশ-এর বদলা'। 'হোয়াইট কলার মডিউল'। এসব তো শুনছি, শুনেই চলেছি। কিন্তু যেটা জানতে চাইছি, সেটা হল, দিল্লির বিস্ফোরণ যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, সেটা বুঝতে ও জনসমক্ষে বলতে অমিত শাহর দফতর ৪৮ ঘণ্টা সময় নিল কেন?

● সেদিন বিস্ফোরণ ঘটানোর আগে উমর নাকি লালকেল্লার পার্কিং লটে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বসেছিল। যে লালকেল্লায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বদা কঠোর। সেখানে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিস্ফোরক মজুত করা একটা গাড়িতে জনৈক 'আত্মঘাতী জঙ্গি' বসে বসে খবর পড়ছিলেন! কেন?

● গোদি মিডিয়ার একাংশ আবার ক্যালেন্ডার ভুল করার তত্ত্ব খাড়া করেছে। উমর নাকি জানতই না সোমবার লালকেল্লা বন্ধ থাকে। তাই সেখানে পৌঁছে সেকথা জানতে পেরে সে হতাশ হয়ে পড়ে। তাই ওখানে ৩ ঘণ্টা বসে থাকার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। শতাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখে এই তত্ত্ব খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু অযুত হিসাবনিকাশ করে যে জঙ্গি ঢুকে পড়ল প্রধানমন্ত্রীর নাকের ডগায়, হাই সিকিওরিটি জোনে, তার জানা ছিল না সোমবার লালকেল্লা বন্ধ থাকে কিংবা সে গোলমাল করে ফেলেছিল সেদিন সোমবার না অন্য কোনও বার! এসব কথা কাকে গেলাতে চাইছেন কত্তা? শুনলে তো ঘোড়াতেই হাসবে।

● গত ২৬ জানুয়ারি জইশ-ই-মহম্মদের ছকের খবর শোনা যায়নি। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় দাবি করা হয়েছিল ঘরে ঢুকে জইশকে নির্মূল করা হয়েছে তা যদি সত্যি হবে, তবে কীভাবে সাত মাসের মধ্যে জইশ ভারত জুড়ে জাল বিছিয়ে, গোয়েন্দাদের বোকা বানিয়ে আর একটা হামলার ছক কষল?

● গোদি মিডিয়ার একাংশ আবার বলছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর, বাবরি ধ্বংসের দিন হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। ধৃত সন্দেহভাজনদের জেরা করে এই তথ্য নাকি জেনেছেন অমিত শাহর গোয়েন্দারা। এত কিছু জানলেন যাঁরা, তাঁরা কিন্তু এখনও জানতে পারেননি, ৬ ডিসেম্বরের হামলার জন্য ১০ নভেম্বর বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে উমর কেন দিল্লিতে গেল এবং সেখানে ১১ ঘণ্টা ধরে কখনও কনট প্লেস, কখনও অক্ষরধাম ঘুরে ঘুরে বেড়াল, আর কেনই বা শেষে লালকেল্লায় এসে তিন ঘণ্টা ধরে বিশ্রাম নিল? ৩ ঘণ্টা ধরে বিস্ফোরক ঠাসা গাড়িতে বসে সে কী করছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর মনে হয় কোনও দিনই জানতে পারব না আমরা।

ঠিক যেমন জানতে পারব না, দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় দেশ জুড়ে সতর্কতা জারি হওয়ার ফলে বীরভূমে নাকা তল্লাশির জেরে গাড়ি-ভর্তি অবৈধ বিস্ফোরক ধরা পড়লেও তা নিয়ে বঙ্গ-বিজেপির মুখে কুলুপ কেন?

তার সম্ভাব্য কারণ এই যে, নলহাটি থানার পুলিশ সঙ্কেতপুর এলাকা থেকে যে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি ধরেছে সেটিতে ৫০টি ব্যাগে ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক ছিল, কিন্তু সে-গাড়ি কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নন, তিনি একজন হিন্দু, নাম নারায়ণ ঘোষ।

কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনাতেও একজন নারায়ণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিজেপির নাচনকোঁদন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল।

এবারও বুঝি তাই!

সন্দেশখালির কানমারিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় জনতার ঢল

এসআইআরের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে : শশী

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : সন্দেশখালিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা থেকে এসআইআরের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ উঠল। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালির কানমারি বাজারে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের শিশু ও নারীকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। শশী পাঁজা বলেন, এসআইআরের যেমন প্রতিবাদ করছে তৃণমূল, তেমনই এসআইআর ফর্ম পূরণ করার জন্য শিবিরও করেছি আমরা। মানুষের এই হয়রানি, আপনাদের এই কষ্ট, আমরা দেখতে পারছি না। তাই সহায়তা ক্যাম্প খুলে তৃণমূল কর্মীরা আপনাদের ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। প্রত্যেককে ফর্ম ভরে সময়মতো জমা দিতে হবে।

উল্টো দিকে এসআইআর, এনআরসি-র বিরুদ্ধে লড়াইও জারি থাকবে। কারণ, এটা অধিকারের লড়াই, অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। বাংলা এত সহজ মাটি নয় ওদের জন্য। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা একসঙ্গে থাকব। ঐক্যবদ্ধ থাকব। আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা ও ভরসা রেখেছেন এটাই যথেষ্ট। আপনাদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যাবেন। নারীর সম্মান, নারীর সুরক্ষা এই বাংলায় সুরক্ষিত বলেও তিনি এদিন ভরসা দেন।

এদিনের কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্দেশখালিতে তৃণমূলের এই মেগা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এদিন বিপুল সাড়া মিলেছে। তৃণমূল নেতা-কর্মীরা কোথাও ফেরি পার হয়ে, আবার কোথাও মিছিল করে সন্দেশখালির কানমারি বাজারের কর্মসূচিতে যোগ দেন। রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক-সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সন্দেশখালির কানমারি বাজারে তৃণমূলের ডাকে এসআইআরের প্রতিবাদে জনসভা। রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ডানদিকে সভায় উপস্থিত মহিলারা। বৃহস্পতিবার।

পশ্চিমি হাওয়ার প্রবেশে রাজ্যে শীতের শুরু

প্রতিবেদন : অবাধে প্রবেশ করছে পশ্চিমের শীতল হাওয়া। এর ফলেই জমিয়ে শীতের আমেজ রাজ্য জুড়ে। সপ্তাহান্ত পর্যন্ত জমিয়ে শীতের আমেজ। এদিকে, পারদও নামছে হু-হু করে। স্বাভাবিকের চেয়ে দু-চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমেছে তাপমাত্রা।

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত এরকমই থাকবে আবহাওয়া। রবিবার থেকে ফের সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা-ধোঁয়াশা থাকবে। উপকূলের জেলা এবং উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। বেলা বাড়লে অবশ্য কিছুটা কমবে শীতের আমেজ। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। রাতের দিকে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি পেভার ব্লকের রাস্তা পাচ্ছে বসিরহাট

সংবাদদাতা, বসিরহাট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উন্নয়নের জোয়ার রাজ্য জুড়ে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম পেভার ব্লকের উন্নত প্রযুক্তির রাস্তা পেল বসিরহাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে ও বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অবশেষে দীর্ঘদিনের রাস্তা সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, তিনটি ওয়ার্ডের ২.৫০ কিলোমিটার পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরি করতে ৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে মাটির ইটের রাস্তা ছিল বসিরহাট পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নেওড়া দিঘি রোড। একটু বৃষ্টি হলেই একহাঁটু জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠত। বাম আমল থেকে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল এই রাস্তা। এবার পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে। পূর্ত দফতরের উদ্যোগে পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে রাস্তা। এই কাজের শুভ সূচনা হল বুধবার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

আরও সুরক্ষিত, আধুনিক হচ্ছে রাজ্যে শিশু ও মায়েদের পুষ্টি প্রদানের প্রক্রিয়া

প্রতিবেদন : রাজ্যের শিশু ও মায়েদের পুষ্টি প্রদানের কাজ আরও সুরক্ষিত ও আধুনিক করতে সরকার নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে । 'পোষণ ট্র্যাকার' অ্যাপের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা, রিয়েল টাইম রিপোর্টিং এবং উপভোক্তাদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য জুড়ে প্রায় ১.০৫ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ব্যবহৃত স্মার্টফোনগুলিকে কেন্দ্রীয় মোবাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনা হচ্ছে।

রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য— অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবায় তথ্য ফাঁস রোধ, কাজের গতি বাড়ানো এবং কার্যকারিতা উন্নত করা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন নারী ও শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করতে যে মোবাইল ফোনগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকেই এবার এই 'মোবাইল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট (এমডিএম)' প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা হবে। দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশাসন সরাসরি সফ্টওয়্যার আপডেট পাঠাতে পারবে, অননুমোদিত অ্যাপ বন্ধ করতে পারবে, ফোন হারিয়ে গেলে দূর থেকে তথ্য মুছে ফেলতেও পারবে। ফলে তথ্য সুরক্ষার পাশাপাশি কাজের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকবে।

এক আধিকারিকের কথায়, এই ব্যবস্থায় আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে উপভোক্তার তথ্য নিরাপদ থাকবে এবং পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে।

নতুন ব্যবস্থার ফলে জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রশাসকরা রিয়েল টাইম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কার্যক্রম, অ্যাপ ব্যবহারের হার এবং ডিভাইস-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দ্রুত পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তবে ব্যবহারকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এক্ষেত্রে কিছু করণীয় থাকবে না। তাঁদের দৈনন্দিন রিপোর্টিং আগের মতোই চলবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা, আটক মিনিবাস চালক

সংবাদদাতা, হাওড়া : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক-সহ পরপর কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা মিনিবাসের। আটক মিনিবাসের চালক। বুধবার রাতে হাওড়ার দাসনগর থানা এলাকার বালিটিকুরি বাজারের ঘটনা। আহত হন বেশ কয়েকজন। তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্যেকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, এদিনের দুর্ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় ওই বাসে। মারধর করা হয় চালক ও কন্ডাক্টরকে। রাতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হাওড়া-আমতা রোডের বালিটিকুরি বাজার এলাকায়। যান চলাচলও ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দাসনগর থানার পুলিশ।

গ্রামের দেড় হাজার বাসিন্দার নাম নেই তালিকায়, আতঙ্ক বলাগড়ে

সংবাদদাতা, হুগলি : এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে নির্বাচন কমিশন। তালিকায় নাম না থাকায় দিশেহারা মানুষ। বাদ যায়নি আত্মহত্যার ঘটনা। এর মধ্যেই হুগলির বলাগড়ের বাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করিন্যা গ্রামের প্রায় কারোরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। এই সংখ্যাটা প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি। বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ফর্ম ভরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্রামের কারোর নাম নেই ২০০২-এর তালিকায়। যাদের ২০০২ নাম নেই তাদের বাবা-মার নাম থাকলেও হবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অনেকের মা-বাবার নামও নেই ভোটার তালিকায়। অথচ বাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করিন্যা গ্রামবাসীরা ভোট দেন। ২০০২ সালে যা ছিল ৫৯ নম্বর বুথ এখন তা হয়েছে ৬৯ ও ৭০ নম্বর বুথ। এদিকে নাম না থাকায় দুশ্চিন্তায় কেঁদে ফেলেন গ্রামবাসীরা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং

করা না থাকায় ভিন রাজ্যে থাকেন যাঁরা তারাও অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করতে পারছেন না।

তাঁদের দাবি, বছরের পর বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন, সরকারি সমস্ত নথি— আধার, রেশন কার্ড, জমির দলিল, এমনকী ভোটার আইডিও তাঁদের হাতে রয়েছে। তবুও তালিকায় তাঁদের নাম উধাও! এতে অনেকে আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে তাঁরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

যদিও বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দফতরে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত

প্রতিবেদন: বিধানসভার কোনও বিষয় নিয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। একবার সেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর আদালত তার ওপর কোনও রায় দিতে পারে কি না তা পরিষ্কার নয়। বৃহস্পতিবার আদালতের রায় নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, রায় খতিয়ে দেখে তিনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন।

রাজ্য
14 November, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাউথ সিটি গার্ডেনের বহুতলে আগুন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিন নম্বর টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাটে জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে পর্দায় আগুন লাগে

দেশ জুড়ে মানুষের হাহাকার নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে চৌকিদার

প্রতিবেদন : গুরুদাসপুর, উধমপুর, পাঠানকোট, উরি, পুলওয়ামা, পহেলগাঁও... বিজেপি জমানায় দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলার তালিকা বেড়েই চলেছে। আর দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শপথ-নেওয়া প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু নির্বাচনী প্রচার আর বিদেশভ্রমণেই ব্যস্ত! আর এবার তো সন্ত্রাসের রক্তক্ষয়ী ছোবল একেবারে দেশের রাজধানীর বুকে। গোয়েন্দা সংস্থার এই ব্যর্থতাই কি সেই অপদার্থ বিজেপি সরকারের আসল চেহারা নয়, যারা নিজেকে 'জাতির রক্ষাকর্তা' বলে দাবি করে? দিল্লির বিস্ফোরণ-কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোদি-শাহের অপদার্থতার যুগলবন্দিকে তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পরিষ্কার প্রশ্ন, নাগরিক সুরক্ষা কি শুধু বিজেপির বক্তৃতাতেই থাকবে? বিজেপির শাসনে একটা পর একটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলছে আর প্রতিবারই কেন্দ্রীয় সরকারের অজুহাত— 'তদন্ত চলছে'! এই তদন্তে নাগরিকের প্রাণ ফেরে কি? নাগরিক সুরক্ষিত হয় কি? দেশ জ্বলতে থাকে, আর প্রচারমন্ত্রীরা ফটোশ্যুট করে। নোংরা রাজনীতির খেলায় মাতে। তৃণমূলের কটাক্ষ, দেশ জুড়ে মানুষের হাহাকার, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে হোম মিনিস্টার!

সোমবার রাজধানী দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে সন্ত্রাসী ধামাকায় তোলপাড় দেশ। বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা ১৩। হাসপাতালে ভর্তি আরও জনা ১৫ জখম। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় যুক্ত জঙ্গি সন্দেহে ১৭ জন চিকিৎসক-মৌলবিকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। ধৃতরা সকলেই জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এনআইএ সূত্রে খবর, শুধু রাজধানী দিল্লি নয়, দু'জন করে চারটি দলে ভাগ হয়ে ভারতের ৪ শহরে একইসময়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ছক ছিল সন্ত্রাসীদের। বৃহস্পতিবার সকালে বিস্ফোরণ-কাণ্ডে যুক্ত সন্দেহে কানপুর থেকে আরও এক চিকিৎসক-পড়ুয়া মহম্মদ আরিফকে আটক করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। হাপুর জেলা থেকে আটক করা হয়েছে আরও এক চিকিৎসক ফারুখকেও। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, একাধিক 'জেহাদি' গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁদের!

আবার ডিএনএ পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, সোমবারের আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল উমর নবিই। গাড়ির স্টিয়ারিং ও অ্যাক্সিলেটরের মাঝে আটকে থাকা ছিন্নভিন্ন পায়ের নমুনা উমরের মায়ের ডিএনএ-র সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গিয়েছে। অন্যদিকে, হরিয়ানার খাণ্ডাওয়ালিতে জঙ্গিদের ব্যবহৃত একটি লাল ইকোস্পোর্ট গাড়ির খোঁজ মিলেছে। এদিন সেই গাড়ি-সহ খাণ্ডাওয়ালিতে তল্লাশি চালান এনআইএ-র তদন্তকারীরা। তল্লাশি চালানো হয়েছে আল-ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়েও।

প্রবীণদের জন্য বিনামূল্যে নিউমোনিয়া ও ফ্লু ভ্যাকসিন

সোনারপুরে শুরু পাইলট প্রজেক্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের মরশুমে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষত প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই রোগ মারাত্মক রূপ নেয়। জ্বর ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুহার রোধে যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। প্রবীণদের জন্য বিনামূল্যে নিউমোনিয়া ও ফ্লু ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দেশজুড়ে চালু করার আগে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প শুরু হচ্ছে কিছু নির্বাচিত এলাকায়। বাংলায় এই কর্মসূচির 'পাইলট প্রজেক্ট' হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর ব্লকে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, সোনারপুরের ৬বি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চলবে। প্রায় ১,৫০০ প্রবীণ নাগরিককে বিনামূল্যে এই টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই টিকা নেওয়া প্রবীণদের বিমার আওতায় আনা হবে। ভ্যাকসিনের পর কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হলে, বিমার সুবিধার মাধ্যমে তা কাভার করা হবে। এজন্য আলাদা চিকিৎসক ও নার্সের দল নিযুক্ত করা হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, টিকাকরণের আগে এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালানো হবে। মানুষকে ভ্যাকসিনের গুরুত্ব বোঝানো এবং কোনও রকম বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচার চলবে।

স্বাস্থ্য সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রতিটি প্রবীণ নাগরিককে দুটি ডোজ টিকা দেওয়া হবে। পরবর্তী দুই বছর তাঁদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হবে, যাতে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা যায়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রিপোর্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রকে জমা পড়বে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেই পরবর্তী পদক্ষেপ ও সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল আগামী বছরের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার সময়সূচি। কাউন্সিলের তরফে এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে আইসিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষা শুরু ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শেষ হবে ৩০ মার্চ। দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি, চলবে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। বিষয় নির্বিশেষে পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ সময় দুই অথবা তিন ঘণ্টা। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে।

বাংলায় ফের শুরু হবে ১০০ দিনের কাজ, জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : ঠেলার নাম বাবাজি! হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দাবড়ানি খেয়ে অবশেষে এবার বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরুর পথে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব জানালেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তারা দ্রুত বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরু করবেন। তাঁর এই বক্তব্য পিএসি বৈঠকের এদিনের বিবরণীতে লিপিবদ্ধও করা হয়েছে বলে সংসদীয় সূত্রের দাবি।

মনরেগা প্রকল্পের টাকা আটকে মোদি সরকারের বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চক্রান্ত হালে পায়নি পায়নি। প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্ট— দু'জায়গাতেই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রকে। দুই আদালতই জানিয়ে দিয়েছে, অবিলম্বে বাংলায় দ্রুত ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হবে। তাই বাংলার মানুষের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ের সামনে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছে মোদি সরকার।

প্রাথমিকে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু

প্রতিবেদন : শুরু হল প্রাথমিকের বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া। ২৫ নভেম্বর রাত বারোটা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন চাকরি প্রার্থীরা। এর জন্য শূন্য পদ রয়েছে ২৩০৮টি। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগেই জানিয়েছিল, ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে। এছাড়াও চাকরিপ্রার্থীকে টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। আবেদনকারীর পড়ানোর দক্ষতা দেখা হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায়।

পর্ষদ সূত্রে খবর, টেট পরীক্ষায় আশি শতাংশ নম্বর পেতেই হবে আবেদনকারীদের, এছাড়াও 'রিহ্যাবিলিটেশনস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (আরসিআই) অনুমোদিত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে আবেদনকারীদের। চুক্তিভিত্তিক স্পেশ্যাল এডুকেটর-এর জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের উল্লেখ রয়েছে। যে সমস্ত প্রার্থী সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে স্পেশ্যাল এডুকেটর হিসেবে কাজ করছেন, তাঁরা ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারবেন।

শিশুকন্যা কল্যাণে বিশেষ নজর বিষ্ণুপুর ১ ব্লকের

নাজির হোসেন লস্কর • বিষ্ণুপুর

শিশুকন্যাদের বেড়ে ওঠা থেকে তাদের স্বাস্থ্যবিধি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি মূল্যায়নে জোর বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লক প্রশাসনের। এলাকার বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শন ও একাধিক বৈঠক করলেন যৌথ প্রতিনিধি দল। তাঁরা স্থানীয় শিশু ও নারীকল্যাণ সংগঠনের কার্যক্রম পরিদর্শন করে শিশুকন্যাদের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে বেড়ে ওঠা ও মেয়েদের স্বনির্ভরতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দু'দিন ধরে ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার শিবাঙ্গী কর্মকার, রাজ্য প্রকল্প

■ চলছে প্রতিনিধি দলের বৈঠক।

ম্যানেজার শালিনী গুপ্ত, ইউনিসেফের রাজ্য প্রতিনিধি সঞ্জীব কুণ্ডু, রাহুল চক্রবর্তী প্রমুখ। যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলা নারী-শিশু-সমাজকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ শচী নস্কর এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা। বৈঠকে বিডিও নবিরুল ইসলাম-সহ কর্তারা প্রাথমিক স্তর থেকে কিশোরী বয়সের প্রয়োজন মেটাতে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নে জোর দেন। বিডিও জানান, পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। যারা শিশুকন্যা ও মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে নজরদারি করবে। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিশোরীদের স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি ও রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিডের চাহিদা পূরণে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে রোধেও জোর দিচ্ছে প্রশাসন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী প্রভৃতি সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও সমন্বিত উদ্যোগে এই কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সহপাঠীর মার, বুকে আঘাত নিয়ে চিকিৎসাধীন পড়ুয়া

সংবাদদাতা, হাওড়া : সহপাঠীদের মারে স্কুলের মধ্যেই গুরুতর আহত অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সৌমিক দাশগুপ্ত। হাওড়ার বালিটিকুরি সদানন্দ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ স্কুলের ঘটনা। বহিষ্কার করা হয়েছে অভিযুক্ত দুই ছাত্রকে। নিগৃহীত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই তাকে ক্লাসের কয়েকজন সহপাঠী মারধর ও উত্ত্যক্ত করত। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করাতেই তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। মুখে ঘুসির পাশাপাশি বুকে লাথি, মেঝেতে পড়ে গেলেও চলে এলোপাথাড়ি কিল-লাথি। সিসিটিভি ফুটেজে উঠে আসে সমস্ত ছবিটাই। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত দুই ছাত্রকে সাসপেন্ড করেছে। বুধবার স্কুল চলাকালীন ঘটা এই ঘটনায় আহত ছাত্রকে স্কুলের তরফে নিয়ে যাওয়া হয় বালিটিকুরি ইএসআই হাসপাতালে। সৌমিকের বুকের পাঁজরে গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 November, 2025 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

জলপাইগুড়ির ডায়না রেঞ্জে অন্তঃসত্ত্বা হাতির দেহ উদ্ধার। বনকর্মীরা দেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছেন

বাংলায় আটকে যাবে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া, তোপ ঋতব্রতর

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : টেলিভিশনের টক শো-য়ে ভোটের ফল বেরোয় না। মানুষের পাশে থাকতে হয়। কারণ আসল হল জনতা। আর এই জনতার পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। বাংলার মানুষের ঐক্য জোরালো। এই ঐক্যের কাছে বারবার আটকে যাবে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায় এসআইআর বিরোধী প্রতিবাদ সভায় এভাবেই বিজেপিকে একহাত নিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় ঋতব্রত বলেন, আমাদের রাজ্যে আর কিছুদিনের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজবে। আমাদের সঙ্গে অসম-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যেও বিধানসভা ভোট হবে। তিনি অভিযোগ করেন, আমাদের রাজ্য-সহ অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা করলেও আশ্চর্যজনক ভাবে বিজেপি শাসিত অসমে এসআইআর নেই। এর আগে ২০০২-এ এসআইআর হয়েছিল। কিন্তু তার আগের বছর জনগণনা হয়েছিল। ২০২১ জনগণনা হওয়ার কথা থাকলেও সেটা নিয়ে অমিত শাহর দফতর কিছুই জানায়নি। তিনি আরও বলেন, এই এসআইআর নিয়ে শুধু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়নি, সরকারি আধিকারিক এই কাজের অতিরিক্ত চাপ নিতে না পেরে সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছেন। এই এসআইআর তড়িঘড়ি করে করার জিনিস নয়। ২০০২ সালে প্রায় দু'বছর ধরে চলেছিল এই প্রক্রিয়া। আর এবার সেটা দু'মাসে করবার পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি নেতারা আগাম বলে দিচ্ছেন এসআইআরে এক কোটি-দেড় কোটি নাম বাদ যাবে। এটা তাঁরা কিসের ভিত্তিতে আগাম বলছেন? মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানায় ভোটের আগে লক্ষ লক্ষ ভোটার বেড়ে গিয়েছিল, সেই খেলা এখানেও খেলার চেষ্টা হচ্ছে। এদিন সভার আগে হয় প্রতিবাদ মিছিলও। ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক, জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে জেলা সভাপতি সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক বলেন, প্রস্তুতি ছাড়াই ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন কমিশন শুরু করায় একের একের বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ছে।

■ মিছিলের নেতৃত্বে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আছেন প্রকাশচিক বরাইক, সুমন কাঞ্জিলাল, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিনোদ মিঞ্জ প্রমুখ। বৃহস্পতিবার ফালাকাটার সাধারণ মানুষও পা মেলালেন প্রতিবাদ মিছিলে।

রাস্তার শিলান্যাস

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানেই সমস্যার সমাধান। আবেদন পাওয়ামাত্রই শুরু হল রাস্তার কাজ। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির আমগুড়িতে কোলাখোয়া নদী যাওয়ার রাস্তার কাজের শিলান্যাস হল। এই রাস্তার জন্য ২৪,৬০৯৭.৫৯ টাকা ব্যয় সিসি রোডের শুভ শিলান্যাস করা হল। ছিলেন ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক সভাপতি বাবলু রায়, ময়নাগুড়ি জয়েন বিডিও, সুনাম শেরপা আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায়।

ব্যবসায়ীদের ঋণ

■ শিলিগুড়ি পুরসভার নতুন উদ্যোগ। খুশি শিলিগুড়ির ছোট ব্যবসায়ীরা। এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রকল্পের আওতায় ফুটপাথের ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। সহজ শর্তে প্রায় ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করার সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, প্রথম ধাপে ১৫,০০০ টাকা এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

জাল শংসাপত্র

■ খড়িবাড়ির পর এবার ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র চক্রের হদিশ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সুব্রত ঘোষ ওরফে লিটন। সে বিধাননগরের শান্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। যদিও দীর্ঘ চার বছর ধরে সে পাইকপাড়া এলাকায় অনলাইনের দোকান চালাত। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিজেপির ফাঁদে পা না দিয়ে ফর্ম ফিলাপ গ্রামবাসীদের বোঝাতে ময়দানে উদয়ন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : এসআইআরের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি এই সুযোগে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার খেলায় নেমেছে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যে। অনেকে এই আতঙ্কে ফর্ম নিচ্ছিলেন না। কিন্তু ফর্ম ফিলাপ না করলেই আরও বড় চক্রান্ত করবে বিজেপি। বাদ দেবে নাম। এই বিষয়টি যেন সকলেই বোঝেন, সেদিকটি পরিষ্কার করতেই ময়দানে নেমেছেন মন্ত্রী উদয়ন। কখনও মন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের মহিলা-সহ সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা করতে, আবার কখনও তিনি নিজেই সহযোগিতা করতে বসে পড়ছেন চেয়ার টেবিল নিয়ে। এসআইআর-এর চক্রান্তের বিরোধিতা করে কোচবিহার জেলা জুড়ে চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল। প্রতিবাদ মিছিলের পাশাপাশি চলছে বাইক র‍্যালিও। সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে কোচবিহার জেলা জুড়ে ২৫৩৭টি সহযোগিতা ক্যাম্প চালু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ক্যাম্পগুলিতে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করা হচ্ছে সাধারণ ভোটারদের। তবে ঘরে বসে না থেকে নিজেও গ্রামে গ্রামে ছুটছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ গিয়েছিলেন কিশামত দশগ্রাম অঞ্চলে।

■ জনসংযোগে সচেতনতা প্রচার মন্ত্রী উদয়ন গুহর।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি, অভিযোগ পেয়েই কঠোর ব্যবস্থা নিল পুরসভা

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : দার্জিলিংয়ের একটি বেকারির বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিক্রি করা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার! অভিযোগ পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা নিল দার্জিলিং পুরসভা। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ওই দোকানে অভিযান চালায় তিনটি বিভাগের প্রতিনিধি দল। ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দোকানের মালিককে পরিষ্কার জানানো হয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করা যাবে না। সতর্ক করা হয়েছে। এর পরে অভিযোগ পেলে দোকান বন্ধের নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও কয়েকটি দোকানে এই অভিযান চালানো হয়। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই অভিযান হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ, পচা খাবার বিক্রির অভিযোগ পেলেই ওই দোকানের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে ব্যবস্থা।

■ অভিযানে পুরসভার আধিকারিকরা।

কুলিক পাখিরালয়ে গ্লসি আইবিসের রেকর্ড সংখ্যা বৃদ্ধি

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

গতবছর গ্লসি আইবিসের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫১টি। এবারে তাদের সংখ্যা হয়েছে আনুমানিক ১,৫০৬।

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস রায়গঞ্জের কুলিক পাখিরালয়। গত বছর প্রথম পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে নতুন অতিথি গ্লসি আইবিস-এর দেখা মিলেছিল। গতবছর এই প্রজাতির পাখির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫১টি। রায়গঞ্জের বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানান, আশা ছিল এবছর গ্লসি আইবিস সংখ্যায় বাড়বে। তবে সকলকে অবাক করে এবারে তাদের সংখ্যা হয়েছে আনুমানিক ১,৫০৬। ওপেন বিল স্টক, নাইটহেরনের, কর্মোরেন্ট থেকে এরা দেখতে

একেবারেই অন্যরকম। চকচকে বেগুনি-সবুজ ডানার এই পাখি। এরা সকালে এসে খাবার সঞ্চয় করে। এরপর ফিরে যায় বিকেলে বা সন্ধ্যায়। এখনও এই পাখিদের গতিবিধি এবং তাদের অবস্থান ও আচরণ নিয়ে পর্যবেক্ষণ চলছে। সময় মিললে তবেই এই প্রজাতিকে চাক্ষুষ করতে পারবেন বলেও জানান তিনি। তাদের অবস্থান ও আচরণ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছরই ক্রমাগত পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই পাখিরালয়ে। বছরের মে মাসের শেষের দিকে পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটে এই স্থানে। প্রায় ৬-৭ মাস এখানে থাকে পাখিরা। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফিরে যায় নিজের দেশে। এদের মধ্যে গ্লসি আইবিস একটি পরিযায়ী জলচর পাখি যা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা দেখতে চকচকে গাঢ় বেগুনি-সবুজ ডানা, লম্বা বাঁকা ঠোঁট এবং প্রজনন ঋতুতে উজ্জ্বল কালো রঙের পিঠ ও বাদামি হয়ে থাকে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 November, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাংলায় নারী-জাগরণ ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীই

ঘাটালে মহিলা তৃণমূলের কর্মিসভায় চন্দ্রিমা

■ মঞ্চে বক্তা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আছেন স্মিতা বক্সি, অজিত মাইতি প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : 'মহিলাদের শক্তির মূল, দিদির তৈরি তৃণমূল'— ঘাটালে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মসূচিতে স্লোগান তুললেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাংলায় নারী-জাগরণের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা বললেন। বললেন, তিনি যেভাবে মানুষের কাছে বাড়ি-বাড়ি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন, তাতে সবাই সুবিধা পাচ্ছেন। তাই আমাদের এই সভা থেকে শপথ নিতে হবে 'মহিলাদের শক্তির মূল, দিদির তৈরি তৃণমূল'। কার্যত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার ঘাটালে বড়সড় কর্মিসভা করে একরকম রাজ্যে বিজয়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তৃণমূল। বিপুল পরিমাণে মহিলা তৃণমূল কর্মীরা সেই সভায় হাজির হয়ে আবার একবার প্রমাণ করে দিলেন, রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। জানা গিয়েছে, ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে এই কর্মিসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও রাজ্য তৃণমূল মহিলা কমিটির সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী স্মিতা বক্সি, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি, মহিলা তৃণমূল সভাপতি তনয়া দাস, কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহা, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া প্রমুখ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব।

সন্ত্রাসী নই দাবি মইনুলের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দিল্লিতে লালকেল্লা এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্তে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার নিমগ্রামের বাসিন্দা মইনুল হাসান নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। বুধবার সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা এনআইএ-র তদন্তকারীরা নবগ্রাম থানার পুলিশ এবং ভিনরাজ্যের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে মইনুলের বাড়িতে তল্লাশি চালান। তারপরেই রটে যায়, মইনুলের সঙ্গে দিল্লির সন্ত্রাসীদের যোগ পাওয়া গিয়েছে।

মইনুল এবং তাঁর পরিবারের দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ বা কারা দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে দিতে চাইছে। এনআইএ-র আধিকারিকদের দেওয়া 'সার্চ এবং সিজার লিস্টের মেমোরান্ডাম' দেখিয়ে পরিবারের দাবি, বছর আড়াই আগে সে যখন মুম্বইতে কাজ করত, সেই সময় ওই নির্মাণস্থলে কয়েকজন বাংলাদেশিও কাজ করত। এনআইএ-র গোয়েন্দারা তেমনই এক বাংলাদেশি সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য ওর কাছে এসেছিলেন। দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

নিমগ্রাম বেলুড়ি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ে বছর ছাব্বিশের মইনুল পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দিল্লি, মুম্বই, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে পাইপ মিস্ত্রির কাজ করতেন।

সাইবার প্রতারণার নতুন ফাঁদ 'বিএলও বলছি' বলে ফোনকল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সাইবার প্রতারণার নতুন ফাঁদ এসআইআর। 'বিএলও বলছি, আপনি এখনও ফর্ম পূরণ করেননি। আপনার ফর্ম ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। আপনার বাড়িতে আমি ফর্ম দিয়ে এসেছিলাম।' বিশ্বাস করে দু-একটা কথা বলার পরেই বলা হচ্ছে, 'আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি গিয়েছে। নম্বরটা দিন। আমি ফর্মটা এখান থেকেই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনাকে আর হয়রানির শিকার হতে হবে না।' ওটিপি দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে হাপিশ হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া কোচবিহার-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে কয়েকজন প্রতারণার শিকার হয়ে সাইবার প্রতারণার কেন্দ্রীয় সহায়তা নম্বরে (১৯৩০) অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ পেয়ে রাজ্য পুলিশকে জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতর। রাজ্য পুলিশের তরফে জেলা পুলিশের কাছে এ নিয়ে সতর্ক করা ও সচেতন করার জন্যে বার্তা এসেছে।

পুলিশের দাবি, অনেকেই সমাজমাধ্যমে গণনাপত্রের ছবি দিচ্ছেন। সেখানে ভোটারের পরিচয়পত্র থাকছে। সেটা ধরে ও প্রতারকেরা ফোনের মাধ্যমে সেই ভোটারের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়াও বিডিও দফতরের কর্মী বা বিএলও বলে ফোন করেও ওটিপি জেনে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা। এসআইআর নিয়ে অনেকেই দোলাচলে রয়েছেন। ভলে সহজেই প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছেন।

কমিশন ও পুলিশ জানিয়েছে, গণনাপত্র বিএলও বা বিএলএরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জমা নেবেন। বিডিও অফিস থেকে কেউ ফোন করলে বলবেন, দফতরে গিয়ে কথা বলব। কিংবা বিএলএর সঙ্গে সরাসরি কথা বলব।

গলসির গ্রামে শজারু উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গলসির ভাসাপুর গ্রাম থেকে উদ্ধার হল একটি প্রাপ্তবয়স্ক শজারু। গতকাল রাতেই বাগদিপাড়া সংলগ্ন কবরস্থানের কাছে শজারুটিকে ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রথমে তাঁরা মনে করেন মেঠো ইঁদুর। এরপর ফের সকালে গ্রামেরই চকপুলের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে আবারও শজারুটিকে দেখতে পাওয়া যায়। এরপর গ্রামবাসীদের একাংশ প্রাণীটিকে ধরে দেখেন এটি একটি পূর্ণবয়স্ক শজারু। গ্রামবাসীরা খবর দেন পুলিশে। পূর্ণবয়স্ক শজারুটির লম্বায় প্রায় ২৫ ইঞ্চি ও ওজন প্রায় ১০ কেজি। চিকিৎসার পর শজারুটিকে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এসআইআর নিয়ে হেনস্থার প্রতিবাদে জাগোবাংলা মঞ্চ

■ প্রতিবাদ সভায় জাগোবাংলা মঞ্চের কর্মীরা।

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগরের জাগোবাংলা মঞ্চ ও তৃণমূলের কর্মিবৃন্দের উদ্যোগে পোস্ট অফিস মোড়ে এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়, মূলত এসআইআরকে হাতিয়ার করে বিজেপি যেভাবে বাঙালি ও বাংলাভাষী মানুষদের হেনস্থা করছে তারই প্রতিবাদে। গত বেশ কয়েকদিন ধরে জাগোবাংলা শিবির থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষদের ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে, কোথায় জমা দিতে হবে, এই বিষয়ে সহায়তা প্রদান করছেন মঞ্চের সদস্যরা। আজ তাঁদেরই উদ্যোগে সন্ধ্যেয় প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মঞ্চের সদস্যরা তথা বিভিন্ন তৃণমূল নেতা অভিযোগ করেন, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বাংলার মানুষকে অপদস্থ ও হেয় করতেই এই এসআইআর করছে বিজেপি। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে একরকম নীতি আর বাংলার জন্য আরেক রকম নীতি প্রণয়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষকে গর্জে উঠার আহ্বান জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। কৃষ্ণনগর জাগোবাংলার মঞ্চের এসআইআর

নদিয়া কৃষ্ণনগর

নিয়ে এই অভিনব উদ্যোগকে সাধারণ মানুষ তথা ভোটাররা সাধুবাদ জানিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের ২৫টা ওয়ার্ডের মানুষ যেভাবে এসআইআর নিয়ে সমস্যাজর্জর হয়ে এখানে আসছেন এবং তাঁদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন মঞ্চের সদস্যরা, তা এক মানবিক উদাহরণ বলেই মনে করছেন শহরবাসী। মঞ্চের অন্যতম সদস্য দীপক বিশ্বাস জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শেই আমাদের পথচলা, তিনি যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করেন তাঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টা।

পুলিশ ও প্রশাসনের কাজ দেখল কন্যাশ্রীরা

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

■ জেলাশাসকের দফতরে স্কুলের ছাত্রীরা।

কীভাবে চলে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখাতে বর্ধমানের আউশগ্রাম ২ ব্লকের তিনটি স্কুলের ১০ জন অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ঘুরিয়ে দেখানো হল সবকিছু। বর্ধমানের পরিবহণ দফতরে কন্যাশ্রীর এই ছাত্রীদের গাড়ি চালানোর নিয়মকানুন কী, সেসম্পর্কে জানান জেলা পরিবহণ আধিকারিক লিপন তালুকদার। পরিবহণ দফতরের পর জেলা কন্যাশ্রী দফতর, অতিরিক্ত জেলাশাসকদের দফতর, জেলাশাসকের দফতর, মহিলা থানা প্রভৃতি ঘুরিয়ে দেখানো হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) ছাত্রীদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জেলাশাসকের ভূমিকা কী, তাঁকে কী কী কাজ করতে হয় সে সম্পর্কে ছাত্রীদের কাছ থেকে জানতে চান জেলাশাসক আয়েষা রানি এ। ছাত্রীরা সাধ্যমতো উত্তর দেন। শুনে জেলাশাসক সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন রকম ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু প্রকল্প সম্পর্কে জানান। একইসঙ্গে এছাত্রীদের পরামর্শ দেন, জীবনের লক্ষ্য স্থির করার জন্য। জীবনে কী হতে চায় সে সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা এবং সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে চলার উপদেশ দেন। পাশাপাশি নাবালিকা বিয়ে রোধ করতে সরাসরি বিডিও এবং জেলাশাসকের কাছে জানাতে বলেন। ছাত্রীদের সাহসী হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন, কোনও অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করবে না, প্রতিবাদ করবে। অসুবিধা হলে প্রশাসন সবসময় পাশে আছে।

দাঁতন ২ ব্লকের সাবড়ায় ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতেকার আলির উদ্যোগে কর্মিসভায় যোগ দেন বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান-সহ অন্যেরা

SIR-আতঙ্কে মৃত শ্যামলের বাড়ি গিয়ে স্পষ্ট জানালেন দেবাংশু

এই রাষ্ট্রীয় হত্যার দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার তাহেরপুরের কালীনারায়ণপুর মণ্ডলপাড়ায় কদিন আগেই এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু হয় সত্তরোর্ধ্ব শ্যামলকুমার সাহার। সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার মৃতের বাড়ি দেখা করে সর্বতোভাবে পাশে থাকার আশ্বাস জানাতে এসেছিলেন তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল। সঙ্গে ছিলেন নদিয়া দক্ষিণের জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব। প্রয়াতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, এটা পরিষ্কার একটা রাষ্ট্রীয় হত্যা। এই কাজ হয়েছে অমিত শাহর নেতৃত্বে। যতবার দিল্লি থেকে বিজেপি প্ল্যান করে এনআরসি, সিএএ আর এসআইআর করেছে ততবারই মৃত্যুমিছিল দেখা গিয়েছে বাংলায়। ওরা তো কদিন আগেও বলেছিল যে এসআইআরে কোনও হিন্দু ভোটারের নাম বাদ যাবে না। হিন্দুদের কিছু হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হিন্দুদেরও প্রাণ যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলায় ১৪-১৫ জন মারা গিয়েছেন এসআইআর-আতঙ্কে। অসমের মতো এখানকার অধিবাসীদেরও ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ছক করেছে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জন্যই এসআইআর করতে দিতে চাননি। আর এই আতঙ্কেই মৃত্যু হয়েছে ৭২ বছরের শ্যামলকুমার সাহার। তিনি মূলত বাংলাদেশের বাসিন্দা হলেও প্রায় তিন দশক ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন এবং ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। তাঁর পরিবার স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়াতেই মানসিক চাপে পড়ে তিনি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেন এবং প্রায়ই মৃত্যুর আশঙ্কাও প্রকাশ করতেন। শেষ পর্যন্ত সেই আতঙ্কই তাঁর জীবনে ইতি টানল। শ্যামলবাবুর কাছে ভোটার কার্ড, আধার, প্যান, এমনকি ২০০২ সালের বাড়ির দলিলও ছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তিনি স্যার-আওতায় সন্দেহভাজন হন। এলাকাবাসীরাও অনেকেই এই আতঙ্কে রয়েছেন। কেউ দেশ ভাগের সময়, কেউ বা একাত্তরে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসেছিলেন একটুকরো আশ্রয়ের খোঁজে। এখন তাঁরাই সবচেয়ে বেশি মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। এই এসআইআরের কোপে আর কত মানুষের প্রাণ যাবে বলা যায় না। এর দায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের।

নদিয়া

মৃত শ্যামল সাহার স্ত্রীকে সান্ত্বনা জানিয়ে আশ্বস্ত করছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য।

দিল্লি-কাণ্ডের জেরে দিঘার জগন্নাথধামে বাড়ল কড়া নিরাপত্তা

নিরাপত্তা খুঁটিয়ে দেখছেন এসপি।

সংবাদদাতা, দিঘা : সম্প্রতি বিস্ফোরণের জেরে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। মৃত্যুও হয় বেশ কয়েকজনের। সেই ঘটনার পর সতর্ক প্রশাসন এবার নাশকতা এড়াতে দিঘার জগন্নাথধামেও বাড়িয়েছে নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা জগন্নাথধামের নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক করেন। এরপর বুধ ও বৃহস্পতিবার গোটা জগন্নাথধাম পরিদর্শন করেন তাঁরা। নিরাপত্তায় যাতে কোনও ফাঁকফোকর না থাকে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বুধবার রাতে গোটা মন্দির পরিদর্শন করেন জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবারেও পরিদর্শনে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ পুলিশের অন্যান্য কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন থেকে প্রতিদিন জগন্নাথধামের নিরাপত্তা পরিদর্শনে আসবেন একজন করে সিনিয়র অফিসার। এছাড়াও প্রতিটি প্রবেশপথে ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর লাগানো হয়েছে। এতে কেউ কোনও ধরনের বিস্ফোরকজাতীয় কিছু নিয়ে প্রবেশ করলেই ধরা পড়বে। পাশাপাশি ব্যাগ চেকিংয়ের জন্য মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার এবং ৬ নং গেটে এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানার লাগানো হয়েছে। এছাড়াও ২৪ ঘণ্টামোতায়েন থাকছে ক্যুইক রেসপন্স টিম। কোনও খবর এলেই তখনই পৌঁছে যাবেন তাঁরা। ধামের ভিতর এবং বাইরে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেগুলি ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম থেকে মনিটরিং করা হবে। রাজ্য পর্যটনে অন্যতম জনপ্রিয় দিঘায় বহু সময় বিদেশি পর্যটকেরাও আসেন। তাঁদেরও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিচয়পত্র সংগ্রহে জোর দিচ্ছে পুলিশ। এছাড়াও সি বিচে যে কোনও সময় পুলিশের তরফে ই-বাইক নিয়ে পেট্রোলিং করা হবে। দিঘা থেকে ওড়িশার দূরত্ব মাত্র ২-৩ কিলোমিটার। সেক্ষেত্রে ভিনরাজ্য থেকেও যাতে সন্দেহজনক কেউ প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য দিঘা-ওড়িশা বর্ডারেও ২৪ ঘণ্টা চলবে নাকা চেকিং।

স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ

প্রতিবেদন : প্রায় দশ বছর আগে শান্তিপুরের তালতলাপাড়ার রামপ্রসাদ বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পুষ্প বিশ্বাসের। দুই সন্তানও আছে। কিন্তু পুষ্পর অভিযোগ, স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় প্রতিবাদ করলেই মারধর করত স্বামী। বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির লোকজনদের নিয়ে সেই বাড়িতে হানা দেন পুষ্প। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলায় চম্পট দেয় স্বামী। এর পরই রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ডেবরায় জয় জোহার মেলা সংক্রান্ত একাধিক কর্মসূচি নিল ব্লক প্রশাসন

সংবাদদাতা, ডেবরা : আগামী শনিবার ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী এবং জয় জোহার মেলা ২০২৫-২৬ আয়োজিত হতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের সীমানা সুভদ্রাপাট এলাকার সরকারি অডিটোরিয়ামে। ১৫ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী অডিটোরিয়াম পরিদর্শন করে এসেছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই কর্মসূচি হতে চলায় খুশি এলাকাবাসী। সূচনার দিন ডেবরা কলেজ থেকে অডিটোরিয়াম পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় আদিবাসী মানুষজনকে নিয়ে ধামসা-মাদল সহযোগে নৃত্যগীত পরিবেশিত হবে। ১৬ তারিখ অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আদিবাসীদের একক ও দলগত নৃত্য এবং আদিবাসী ভাইবোনদের শংসাপত্র দেওয়া হবে। শেষদিনে বাল্যবিবাহ, নেশামুক্তি, ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা শিবির রয়েছে। বিডিও জানান, ডেবরা ব্লকের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধি ও ব্লকের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা থাকবেন। পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনও আমন্ত্রিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে অনুষ্ঠানে শামিল করতে ব্লক প্রশাসন এই উদ্যোগ নিয়েছে।

মেলার আলোচনায় বিডিও।

স্কুল পালিয়ে কলকাতায় কাজের খোঁজে ৩ পড়ুয়া, উদ্ধার পুলিশের

সংবাদদাতা, দিঘা : স্কুল চলাকালীন শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে কাজের খোঁজে কলকাতায় চলে যাওয়া পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা মোহনা কোস্টাল থানা এলাকার তিন নাবালক ছাত্রকে উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই তিন ছাত্র যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। একই গ্রামের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার সকালে স্কুলের পোশাক পরে স্কুলে গিয়ে একটি ক্লাসও করে। এরপরই শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে স্কুলের পেছনের কলাবাগানে চলে গিয়ে স্কুলের পোশাক পাল্টে অন্য পোশাক পরে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনজনই কাজের খোঁজে কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে করুণাময়ীগামী একটি বাসে উঠে পড়ে। এরপর নিউটাউনে কাজের খোঁজ শুরু করে। এদিকে বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত পরিবার গভীররাতে স্থানীয় দিঘা মোহনা কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিখোঁজ তিন ছাত্রের খোঁজ শুরু করে টাওয়ার লোকেশনের সূত্রে জানতে পারে তারা নিউটাউনের একটি হোটেলে আছে। তৎক্ষণাৎ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা কলকাতায় গিয়ে বুধবার তিনজনকে উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার আদালত তাদের গোপন জবানবন্দি নেয়।

শীতের শুরুতেই পর্যটকেদের আনাগোনা বাড়ছে গনগনিতে

মৌসুমী হাইত • গড়বেতা

হেমন্তের রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার মাঝেই উঁকি দিচ্ছে শীতের কুয়াশা। বেশ কিছুদিন টানা বর্ষার পর অবশেষে হেমন্তের ঝলমলে রোদের দেখা মিলছে। এর মধ্যেই স্নিগ্ধ শীতেরও আগমন ঘটেছে বঙ্গে। বাংলার জঙ্গলমহল তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা এলাকায় ইতিমধ্যেই একটু একটু ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। শীত শুরুর এই প্রাক্-মুহূর্ত থেকেই পর্যটকেদের আনাগোনাও শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন নামে পরিচিত গড়বেতার গনগনিতে। কেউ আসছেন পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে, কেউ আবার সুদূর কলকাতা বা ২৪ পরগনা থেকে। মধ্যমগ্রাম থেকে আসা পর্যটক রাজকুমার বিশ্বাস বলেন, বাংলার মধ্যে যে এত সুন্দর একটা জায়গা রয়েছে তা অনেকেই হয়তো জানেন না। প্রচারের আলোতে এনে গনগনির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখানোর ব্যবস্থা করা দরকার। সেই সঙ্গে যে সমস্ত পর্যটকেরা ঘুরতে আসেন, তাঁরা যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলে দিয়ে চলে যান, সকলকেই সচেতন করা এবং প্রশাসনের তরফেও বিষয়টিতে নজরদারি প্রয়োজন। আর এক পর্যটক শ্রেয়সী বসু জানান, ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গনগনির অপরূপ সৌন্দর্য নজরকাড়া। তবে জায়গাটি নির্জন এলাকায় হওয়ায় প্রশাসনের কাছে আর্জি, নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা রাখলে মানুষ নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে গনগনির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসতে পারবেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের এই অপূর্ব সুন্দর ল্যাটেরাইট মাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের কাছে শুধু পিকনিক স্পট নয়, ভৌগোলিক জায়গা হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

14 November, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আবার সগৌরব পৌষমেলা হবে দীর্ঘ বৈঠক বিশ্বভারতী কার্যালয়ে

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : চলতি বছরে আসন্ন পৌষমেলা নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক হয়ে গেল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, কর্মী পরিষদ, জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ। দীর্ঘক্ষণ এই বৈঠকে সবার আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয়, অতীতে পৌষমেলা নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

দূষণমুক্ত মেলা করতে গেলে জাতীয় পরিবেশ আদালতের সমস্ত নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। কারণ পৌষমেলার ঐতিহ্য কেবল বীরভূম বাংলা বা ভারতের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই মেলা আন্তজাতিক। জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, পৌষমেলা নিয়ে এদিনের বৈঠক সফলভাবেই শেষ হয়েছে। পরে আরও বিভিন্ন স্তরে বৈঠক হবে। বীরভূম জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বোলপুর পুরসভা, জেলা পরিষদ সকলের সাহায্য লাগবে মেলাকে সফল করতে। মেলা নিয়ে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী একাধিক বিতর্ক তৈরি করেছিলেন। করোনার অজুহাতে তিন বছর মেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর মান তলানিতে ঠেকেছিল। বর্তমান উপাচার্য এদিনের বৈঠকে উপস্থিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এবং কর্মী পরিষদের কাছে আবেদন রেখেছেন যাতে মেলায় সমস্ত রকম বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া যায়। মেলার সুনাম ধরে রাখতে যে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার তা প্রত্যেকটি নিতে হবে। স্টলবণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না। জানা গিয়েছে, গতবারের মতোই অনলাইনে ব্যবসায়ীরা স্টল নেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। মেলায় ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পীরা জায়গা পাবেন। প্রবীণ আশ্রমিক ও আলাপনী সমিতির সভাপতি মণীষা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমরা চাই মেলা স্বমহিমায় ফিরে আসুক গুরুদেবের পুণ্যভূমিতে।

—ফাইল চিত্র

পাথরখাদান বন্ধ, কর্মহারাদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, লাউদোহা : কয়েক দশক ধরে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের বাঁশগড়া, হেঁতেডোবা ও কমলপুর এলাকায় বাস করেন কয়েক হাজার আদিবাসী মানুষ। জঙ্গলের শুকনো কাঠ ও এলাকায় পাথরখাদানে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন ওঁরা বহু বছর ধরে। হঠাৎ করেই বন্ধ হয়েছে পাথরখাদান। তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে এলাকার প্রায় শতাধিক আদিবাসী বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উখড়া রেঞ্জ অফিস লাউদোহার শাখার দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। ওঁদের একটাই দাবি, কাজ ফিরিয়ে দিতে হবে। না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলন হবে এলাকায়। এই খাদানগুলি সরকারি নিয়ম মেনেই চলে। কয়েক বছর ধরে এই খাদানগুলির উপর সরকারি বৈধতা উঠে গিয়েছে বলে খবর। এলাকাটি বনবিভাগের আওতায় পড়ে। উখড়া রেঞ্জের আধিকারিক বিশ্বজিৎ মাল জানান, এতগুলো মানুষের রুজিরুটির ব্যাপার, তিনি উপর মহলে জানাবেন।

ভাষা অন্তরায়, তাই চিকিৎসা করাতে ভুটানে ডুকপা পরিবার

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবায় পঞ্চমুখ তাঁরা। দুর্গম বক্সাপাহাড়ে রীতিমতো হয় স্বাস্থ্য শিবিরও। কিন্তু বুধবার ওই দুর্গম আদমায় অসুস্থ হয়ে পড়ে সেখানকার এক ছাত্রী দোজি উন ডুকপা। বছর আঠারোর ওই ছাত্রী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে কম্বলে পেঁচিয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নামানো হয় সমতলে। প্রতিবেশী যুবকরা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার চেষ্টায় ওই অসুস্থ যুবতীকে সমতলে নামাতে সক্ষম হয়। সকলেই জানত এরপর ওই অসুস্থ যুবতীকে লতাবাড়ি গ্রামীণ বা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সবাইকে অবাক করে ওই যুবতীর বাবা-মা তাকে নিয়ে সোজা চলে যান ভারত-ভুটান সীমান্তের জয়গাঁও শহরে। সেখান থেকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভুটানে প্রবেশ করে ফুন্টসোলিং শহরের একটি হাসপাতাল ভর্তি করে ওই যুবতীকে। এই ঘটনায় সবাই অবাক হলেও রাজভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম জংমো ডুকপা জানান, ওই যুবতীর মা ও বাবা হিন্দি, নেপালি, বাংলা কোনও ভাষাই জানেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ডুকপা ভাষাতেই কথা বলতে পারেন। আর এই ভাষা ভুটানে প্রচলিত রয়েছে। তাই অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্য তারা বেছে নিয়েছেন প্রতিবেশী দেশ ভুটানকে। অসুস্থ মেয়েটির বাবা লবজা ডুকপা জানিয়েছেন, ডুকপা ভাষা কেউ না বোঝায় সমস্যা হয়। রাজ্যের কাছে অনুরোধ, এই ভাষা প্রসারে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে শিবিরে।

দিবস পালন করে কিছু হবে না শিশুদের বাঁচাতে গাছ লাগান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : 'ঘটা করে শিশুদিবস পালন করে টাকা খরচের দরকার নেই। ওই টাকায় সমাজকে রক্ষা করুন। গাছ লাগান। যত পারবেন তত গাছ লাগান। তবেই শিশুরা সুস্থভাবে বাঁচবে।' বৃহস্পতিবার বর্ধমানের সদরঘাট মল্লিকপুকুর বস্তি এলাকায় বর্ধমান সদর পেয়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শিশুদিবসের প্রাক্কালে শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে এসে বলে গেলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট শিশুবিশেষজ্ঞ ডাঃ টি কে ঘোষ। জানান, সাম্প্রতিককালে তাঁর নজরে আসছে শিশুরা ভয়ঙ্কর এলার্জি রোগে ভুগতে শুরু করেছে। যার অন্যতম কারণ দূষণ। এই দূষণ আসছে প্লাস্টিক, জল প্রভৃতি থেকে। এর থেকে বাঁচতে একটাই রাস্তা— জলকে পরিসুদ্ধ রাখার চেষ্টা, পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করা, প্লাস্টিককে একেবারে বর্জন করা এবং যতটা সম্ভব গাছ লাগানো। স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজক সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁরা বর্ধমানের আঞ্জিরবাগান এলাকায় এই স্বাস্থ্যশিবির করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন, ওই বস্তি এলাকায় শিশুরা রাতকানা রোগে ভুগছে শুরু করেছে। প্রলয় জানিয়েছেন, সরকারি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নানা কারণে সঠিক উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। অনেকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাঁদের সেই কুসংস্কার দূর করার মত প্রকৃত সচেতনতার কাজ হচ্ছে না। তাই সবসময় সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না।

চোরাই সিলিন্ডার দোকানে ভাড়া

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পরের পর গৃহস্থের বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে তা ভাড়া দেওয়া হত বিয়েবাড়ি বা খাবারের দোকানে। সিলিন্ডার চোরেরা সারাদিন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের বাড়ি থেকে সিলিন্ডার চুরি করে তা বিক্রি করত মোটা টাকার বিনিময়ে। ভাতার থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে ২ জনকে, উদ্ধার করেছে ৪৭টি গ্যাস সিলিন্ডার। ধৃতদের নাম ভাগু শাহ ও মঙ্গল মুন্সি। ভাতার থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমে ভাগুকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে শুধু ভাগু নয়, রীতিমতো সিলিন্ডার চুরির চক্র গড়ে উঠেছিল। ভাগু ও তার টিমের কাজ ছিল দিনের বেলায় ভ্যান নিয়ে ঘুরে ঘুরে রেইকি করা। তারপর রাতের অন্ধকারে সিলিন্ডার চুরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করে দেওয়া।

নাম নেই সংবিধান কমিটির

(প্রথম পাতার পর) পুরো বাড়িকেই বাদের খাতায় ফেলে দিল নির্বাচন কমিশন! গোটা বাড়িটারই কোনও অস্তিত্ব নেই। ১৯৩৭ সালের বাড়ি। তারপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা এখানে আছেন। স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে পরিবারের সমস্ত সদস্য ভোট দিয়েছেন। শুধু কি ভারতীয় সংবিধান রচয়িতা কোর কমিটি টিমের মেম্বারের বাড়ি এটা, সারদাচরণের পুত্র অধ্যাপক মণীন্দ্রচন্দ্র চন্দ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যদের শিক্ষক। আইনের বিখ্যাত অধ্যাপক এই বাড়িতেই পড়াতেন তাঁদের। অথচ, ২০০২-এর তালিকায় নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর।

সম্প্রতি প্রতিবেশীদের বাড়িতে বিএলও এসেছিলেন। কিন্তু চন্দ বাড়িতে আসছেন না দেখে বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। তারপরই জানতে পারেন, এই বাড়ির কারওর নামই নেই তালিকায়! স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মাস্টার মশাইয়ের পরিবারকে নতুন করে প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা ভারতীয়? পরিবারের বর্তমান সদস্য কৌশিক চন্দের দিদিমা সুধারানি দত্ত বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। দাদু ড. সন্মথ দত্ত মোহনবাগান ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই লজ্জার এই এসআইআর নিয়ে অভিমানী চন্দ পরিবার।

বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা নিয়ে সচেতনতা শিবির

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রাজ্যের নানা প্রান্তে এখনও বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনা বাড়ছে। নতুনভাবে সচেতন করতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতায় এমন সব ছবি স্লোগান হিসাবে উঠে এল স্কুলপড়ুয়াদের হাতে। কেউ বিয়ের সাজে বসে-থাকা অল্পবয়সী মেয়ে সেজেছে, কারও প্রবন্ধে উঠে এসেছে ১৫-১৬ বছরের মেয়ের গর্ভাবস্থায় অকালমৃত্যুর বেদনাদায়ক ঘটনা। নতুনভাবে সচেতনতা ছড়াতে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর প্রশাসন। গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন উদ্যোগে, শিশুমন থেকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ভাবনা তৈরি করাতে এই প্রতিযোগিতা করানো হয় ছাত্রীদের মধ্যে। গড়বেতার মতো প্রত্যন্ত গ্রামে ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সমাজমাধ্যমে সাড়া ফেলেছে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল গোয়ালতোড়ে একটি হাইস্কুলে। কর্মসূচি পরিদর্শন করার পর গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে জানান, আমাদের এলাকার মেয়েরাও যাতে বাল্যবিবাহ, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন হন, মানুষজনকে সচেতন করেন সেই নিয়েই এই কর্মশালা।

দেশের উচ্চতম সামরিক বিমানঘাঁটি চালু হল লাদাখে। ১৩ হাজার ৭০০ ফুট উচ্চতায় এই নোওমা বিমানঘাঁটির উদ্বোধন করলেন এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং হিন্ডন। রাফাল থেকে সুখোই-সব রকমের যুদ্ধবিমানই প্রস্তুত থাকবে এখানে

আজ বিহারের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ

পাটনা: আজ, শুক্রবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। দু'দফায় মোট ২৪৩টি আসনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে গত মঙ্গলবার। শুক্রবার দুপুরের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ফলাফল। লক্ষণীয়, বিতর্কিত এসআইআরের পর এই প্রথম নির্বাচন বিহারে। প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ বারবার তুলেছে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই এবারে ভোটগ্রহণ হয়েছে বিহারে। বুথফেরত সমীক্ষার নামে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা নতুন কিছু নয়। বহুক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে এর কোনও সারবত্তা নেই। তবে এবারে এনডিএর সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে মহাগঠবন্ধন। বিশেষ করে সীমাঞ্চলে তারা রীতিমতো ঘুম কেড়ে নিয়েছে গেরুয়া শিবিরের। সেই কারণেই বিহারের ফলাফল কী হয়, তা জানার জন্য উদগ্রীব গোটা দেশ। ডিসেম্বরের গোড়াতেই শুরু হচ্ছে লোকসভার অধিবেশন। বিহারের ফলাফল এবং ভোটচুরির বিষয়টি নিঃসন্দেহে অধিবেশনে ঝড় তুলবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

দিল্লির দূষণ নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : দিল্লিতে বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মতে, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। আইনজীবীদের শারীরিক উপস্থিতির বদলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে যোগ দিতে অনুরোধ করেছে আদালত। বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের বেঞ্চে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি উঠেছিল। সেখানেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতিরা। আদালত সরাসরি আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেছে, পরিস্থিতি খুবই খুবই গুরুতর! আপনারা সবাই এখানে আসছেন কেন? আমাদের ভার্চুয়াল শুনানির সুবিধা রয়েছে। দয়া করে এটি ব্যবহার করুন। এই দূষণ স্থায়ী ক্ষতি ডেকে আনবে। আদালতে উপস্থিত বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, আইনজীবীরা মাস্ক ব্যবহার করছেন।

মেধাবী পড়ুয়াদের মধ্যে উসকে দেওয়া হত জঙ্গি ভাবাবেগ

আর্থিক প্রতারণার দায়ে ৩ বছর জেল খেটেছিলেন আল-ফালহার প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি: ভাবা যায়, মেডিক্যাল কোর্সের জন্য মোট ফি ৭৪.৫০ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য হলেও দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে উঠে আসা আল-ফালহা স্কুল অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে এমবিবিএসের কোর্স ফি বাবদ আদায় করা হয় এই বিশাল অঙ্কের টাকাই। ২০১৯ সাল থেকে এখানে চালু হয়েছে ডাক্তারি শিক্ষা। আসন সংখ্যা মোট ২০০। হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্ত থেকে ২৭ কিমি দূরে ৭০ একর জুড়ে এই বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। ১৯৯৭ সালে শুরু হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ২০১৯ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি। ৪০ শতাংশ পড়ুয়াই কাশ্মীরি। বাস্তব বলছে, ডাক্তার নয়, দিল্লি বিস্ফোরণের আবহে জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর হিসেবে সামনে এসেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদে অবস্থিত আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ড-কারখানা। আর্থিক অনগ্রসর পরিবারের সদস্যদের নয়, উচ্চশিক্ষিতদের জঙ্গি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহার করা হয় এই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত তিনজন চিকিৎসক শাহিন শাহিদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং উমর মহম্মদ এই আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে তিন সন্দেহভাজন জঙ্গির ব্যবহৃত লাল রঙের ইকো স্পোর্টস গাড়িটি।

এখানেই শেষ নয়, আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বেআইনি ভাবে মোটা অঙ্কের টাকা অনুদান পেয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে গোয়েন্দা সূত্রে। সৌদি আরব, তুরস্ক, দুবাই-সহ বিভিন্ন দেশের থেকে আল ফালহাকে পাঠানো মোটা অঙ্কের অনুদান খতিয়ে দেখা হবে বলে দাবি ইডি সূত্রের। এই বিপুল পরিমাণ টাকা টেরর ফান্ডিং বা সন্ত্রাসের তহবিলে মদত দেওয়ার কাজে লাগানো হয়েছে কি না, তা জানার জন্যই এবার আল ফালহার অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত শুরু করবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং ইকোনমিক অফেন্স উইং বা ইওডব্লু।

জেল খেটেছিলেন ফাউন্ডার ডিরেক্টর

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জেল খেটেছেন ফরিদাবাদের আল-ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি। প্রচুর লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর একাধিক ব্যবসায়ে মোটা টাকা বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করেছিলেন সহকর্মীদের। বিনিয়োগকারীদের হাতে লাভের অঙ্ক তুলে দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের বিনিয়োগ করা মোটা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল সিদ্দিকির বিরুদ্ধে। সেই অপরাধেই তিনি এবং তাঁর ভাই তিহার জেলে ছিলেন ৩ বছর। লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্তপর্বে উঠে এসেছে এই তথ্য। একটি জাতীয় ইংরেজি ম্যাগাজিনকে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিদ্দিকির এক প্রাক্তন সহকর্মী।

জানা গিয়েছে, ইন্দোরের দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটেক পাশ করে সিদ্দিকির পরিবার দিল্লি চলে যায়। ১৯৯৩ তে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায়। কিন্তু সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি সেখানে। আল-ফালহা গ্রুপ অফ কম্পানিজের ছাতার তলায় তিনি ভাই সাউদকে নিয়ে নেমে পড়েন একাধিক প্রকল্পে। তারই অন্যতম দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নাম উঠে আসা আল-ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়, যার অঙ্গ এই বিতর্কিত মেডিক্যাল কলেজ। চালু করেন আল-ফালহা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিও। কিন্তু এই নামে দুই ভাই ছড়িয়ে দেয় প্রতারণা চক্রের জাল। এমন অনেক সংস্থার নামে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়, যার আদৌ কোনও অস্তিত্বই ছিল না বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বিনিয়োগকারীদের সই জাল করারও অভিযোগ ওঠে। সে এক বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। গ্রেফতার করা হয় ২ ভাইকে।

দিল্লিতে সরকারি সূত্রের দাবি, আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জাভেদ আহমেদ সিদ্দিকির বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ইডি সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এর আগে সাড় সাত কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে তিন বছর জেলে বন্দি ছিলেন এই জাভেদ সিদ্দিকি। তারপর গত কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কীভাবে কোটি কোটি টাকার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া মোটা অঙ্কের অনুদান কোথায় ব্যবহার করেছেন, গোটা বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হবে বলে বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে দাবি জানানো হয়েছে। বুধবারের মত বৃহস্পতিবারও দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মীদের দফায় দফায় জেরা করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

উত্তরপ্রদেশে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ২ শ্রমিক

লখনউ: আবার বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, প্রাণ কাড়ল দুই শ্রমিকের। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি জেলা। বৃহস্পতিবার বিকেলের ঘটনা। শ্রমিকরা তখন কাজ করছিলেন কারখানার ভেতরে। প্রচণ্ড শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। এখনও পর্যন্ত ২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত ৫ জনের বেশি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের পরেই সেখানে আগুন ধরে যায়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয়রাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং অ্যাম্বুল্যান্স। বিস্ফোরণের সময় ভিতরে বেশ কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। ঘটনাস্থলেই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন। কী কারণে এই বিস্ফোরণ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কারখানার মালিকের নাম খালিদ। তাঁর কাছে এই বাজি কারখানার বৈধ লাইসেন্স ছিল। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক অনুরাগ সিং জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কারখানার কিছু ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে বসেই সন্ত্রাসের বীজ বপন?

নয়াদিল্লি: দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই পরতে পরতে উঠে আসছে হাড়হিম করা তথ্য। ডক্টর সিন্ডিকেটের জঙ্গি জাল ছড়িয়েছে গোটা ভারতে, কার্যত স্বীকার করছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারাও। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের জেরে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া জঙ্গি চিকিৎসক আদিল রাদ্যারের বড় ভাই মুজফফর র‍্যাদারের নাম তদন্তে উঠে এসেছে বৃহস্পতিবার। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফিদায়েঁ হামলা ও সিরিয়াল ব্লাস্টের যাবতীয় ছক সাজানোর পরে অগাস্টেই দেশ ছেড়ে দুবাই পালিয়ে গেছে এই ডক্টর মুজফফর র‍্যাদার। এখন তার সম্ভাব্য আস্তানা আফগানিস্তান। সেখানে আত্মগোপন করেই ভারতে সন্ত্রাসের বীজ বুনছে এই মুজফফর, দাবি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। এই মুজফফর জৈশের হয়ে ভারতে হ্যান্ডলার বা লিঙ্কম্যানের কাজ করত। ভাই চিকিৎসক আদিল, তার বন্ধু মুজ্জামিল শাকিল, উমর মহম্মদকে জঙ্গি কার্যকলাপে ঘুঁটি সাজিয়ে দিত মুজফফর। ইতিমধ্যেই পলাতক মুজফফর র‍্যাদারকে দেশে ফিরিয়ে আনতে রেড কর্নার নোটিশ জারি করার জন্য ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ। এই মুজফফর সেই ব্যক্তি ২০২১ সাল থেকে সন্ত্রাসী কাজকর্মের নেটওয়ার্ক সাজাচ্ছে ভারতে। টেরর ফ্যান্ডিং-এর জন্য তুরস্কে জৈশ কমান্ডার আবু আকাশার সঙ্গে উমর ও মোজ্জামিলকে সাথে নিয়ে বৈঠক করে মুজফফর র‍্যাদার।

এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের তথ্য জোগাড় করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী। পুলওয়ামা জেলার কোয়েল গ্রামের ডাঃ উমর নবি এবং মুজ্জামিল শাকিলের পরিবারের সদস্য এবং কুলগামের আদিল রাদার সহ দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশের দু'ডজনেরও বেশি লোক পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটি বিশেষ দল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এছাড়াও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল সেল লাগাতার তল্লাশি চালাচ্ছে বারামুলা, অবন্তীপুরা ও অনন্তনাগ সেক্টরেও।

এসবের মাঝেই দিল্লি বিস্ফোরণে পাকিস্তান যোগ নিয়ে এখনও নীরব মোদি সরকার।

ট্রাকের ধাক্কা ৬টি গাড়িতে, হত ৮

নয়াদিল্লি: ভয়াবহ দুর্ঘটনা পুণের কাছে জাতীয় সড়কে। মালবোঝাই ট্রাক পরপর ধাক্কা মারল ৬টি গাড়িতে। নিমেষের মধ্যে আগুন লেগে গেল ট্রাকটিতে। প্রাণ হারালেন অন্তত ৮ জন। গুরুতর জখম প্রায় ২০ জন। বৃহস্পতিবার বিকেলের ঘটনা। অত্যন্ত ব্যস্ত জনবহুল নাভালে ব্রিজে তখন বেশ যানজট। আচমকাই কন্টেনার ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে একে একে ৬টি গাড়ির উপর। পুলিশ এবং দমকল গিয়ে নেমে পড়ে উদ্ধারকাজে। আটক করা হয়েছে ট্রাকচালককে।

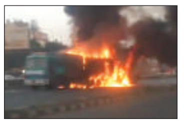

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা সরকারি শাট ডাউন শেষ হতে চলেছে। এই শাট ডাউনে দেশের হাজার হাজার ফেডারেল কর্মী বেতন ছাড়াই বাধ্য হয়েছেন কাজ করতে। অনেককে পাঠানো হয়েছে ছুটিতে, দেওয়া হয়েছে অব্যাহতিও

ভুয়ো ন্যাক-স্বীকৃতি

বন্ধ হল আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট

নয়াদিল্লি: হরিয়ানার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় যেন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। এই মেডিক্যাল কলেজের একাধিক চিকিৎসকের সঙ্গে লালকেল্লার বিস্ফোরণ ও জঙ্গি সংগঠন জইশের সরাসরি যোগাযোগ উঠে এসেছে। লালকেল্লা বিস্ফোরণের সূত্রে জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিতর্কের কেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভুয়ো স্বীকৃতি প্রদর্শনের জন্য ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড আক্রেডিটেশন কাউন্সিল)-এর কাছ থেকে শোকজ নোটিশ পেয়েছে তারা। এরই মধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের আর্থিক লেনদেনের তদন্ত শুরু করতে চলেছে। ফরিদাবাদের ধৌজ গ্রামের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন জাতীয় বিতর্কের কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ন্যাক বৃহস্পতিবার এক নোটিশে বলেছে যে প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং এর বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানাতে হবে। ন্যাক জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত ‘গ্রেড এ’ স্বীকৃতিটি সম্পূর্ণ ভুল এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আল-ফালাহ প্রশাসনকে সাতদিনের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়েছে।

ইডি তদন্ত শুরু

সব জানতেন ট্রাম্প!

কুখ্যাত এপস্টিনের গোপন ই-মেইল ফাঁসে চাঞ্চল্য

ওয়াশিংটন: বিতর্কিত যৌন অপরাধীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুরনো সখ্য এবং যোগাযোগের একাধিক প্রমাণ ফাঁস করলেন বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। আমেরিকায় যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের ‘গোপন ই-মেইল’ ফাঁস করে দিয়েছেন তাঁরা। আর সেইসূত্রে ফের আতশকাচের নিচে অপরাধজগতের সঙ্গে ট্রাম্পের যোগাযোগ ও বিতর্কিত ভূমিকা।

ফাঁস হয়ে যাওয়া ই-মেইলে যৌন অপরাধী এপস্টিন লিখেছেন, ট্রাম্প ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়িতে পড়ে থাকতেন। চিঠিতে ইঙ্গিত, তাঁর সঙ্গে সেই সব মেয়ে থাকতেন, যাঁরা এপস্টিনের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা বুধবার এই ধরনের একগুচ্ছ ইমেল প্রকাশ করে দাবি করেছে, এগুলি এপস্টিনের লেখা ই-মেইল। তাঁদের দাবি, এপস্টিনের যৌন কেলেঙ্কারির কথা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগে থেকেই জানতেন। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ঘটনা হল, এপস্টিনের সঙ্গে একসময় ট্রাম্পের বন্ধুত্ব ছিল। দু’জনের একাধিক ছবিও রয়েছে একসঙ্গে। তবে ট্রাম্প তদন্ত চলাকালীন বারবার দাবি করেছেন, যৌন অপরাধী হিসাবে এপস্টিনকে তিনি চিনতেন না। তাঁর অপরাধমূলক

কার্যকলাপের কথা আগে কিছুই জানতেন না। এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের তদন্তকারী কমিটি কয়েক হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি পেয়েছে। এপস্টিনের ফাঁস হওয়া ই-মেইলগুলি তারই অংশ। ট্রাম্প এবং এপস্টিনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল এই নথিপত্র। একটি ই-মেইলে এপস্টিনকে সরাসরি বলতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প মেয়েদের ব্যাপারে জানেন। এপস্টিনের লালসার শিকার হয়েছিলেন যে সমস্ত মেয়ে, তাঁদের অধিকাংশই সেসময়ে নাবালিকা ছিলেন। শিশুদের উপর যৌন অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে এপস্টিনের বিরুদ্ধে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ২০১৯ সালে জেলের মধ্যেই আত্মঘাতী হন তিনি। যদিও তারপরেও আমেরিকায় চর্চিত ট্রাম্প-এপস্টিন বিতর্ক।

কোচবিহারে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

মিডিয়া জুড়েও দলের কর্মীদের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে দিতে শুরু হয়েছে ব্যস্ততা। উল্লেখ্য, এই কোচবিহার থেকেই বাংলার নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে এসআইআর-এর কর্মসূচি চলাকালীন তাঁর কোচবিহার সফর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রায় দলের প্রবীণ থেকে তরুণ, মহিলা থেকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ঢল নামবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস।

‘কিফ’ এখন জনগণের উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

ভিড়— সব মিলিয়ে ৭টা দিন ধরে ছবির উৎসবে মেতে থাকেন কলকাতার-বাংলার সিনে-প্রেমীরা। দেশ-বিদেশ থেকে পরিচালক-অভিনেতারা আসেন। মত বিনিময় হয়। সঙ্গে বাংলা ছবির উদযাপন। তাই কিফ আজ পৌঁছে গিয়েছে অন্য মাত্রায়।

সমাপ্তিদিনে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন উৎসব কমিটি-সহ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে। এদিনও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর টিম। সকলকে আবারও এই উৎসবে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৩৪ লক্ষ বাদের ফন্দি

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে অবহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন এই নিষ্ক্রিয়তাকেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এর আগে ইউআইডিএআই-এর পক্ষ থেকে সংসদে জানানো হয়েছিল, তারা রাজ্যভিত্তিক, বছরভিত্তিক বা কারণভিত্তিক কোনও আধার নিষ্ক্রিয়করণের তথ্য সংরক্ষণ করে না। এখানেই প্রশ্ন, সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কোন আইনগত বা প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিপুল তথ্যপঞ্জি তৈরি করে হস্তান্তর করা হল? এ তো পুরোপুরি সংবিধানকে উপেক্ষা! এরপরই বিহারের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছে— বিহারের কথাই ধরুন, যেখানে নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকায় হাজার হাজার মানুষকে ‘মৃত’ ঘোষণা করেছিল। অথচ পরে দেখা যায় তাঁদের অনেকেই জীবিত। বিজেপির বন্ধু-রাজ্য বিহারেই যদি এমন কাণ্ডকারখানা হয়ে থাকে, বাংলায় তো একইভাবে পরিকল্পনামাফিক নাম বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন যে, কোনও স্বচ্ছ পদ্ধতি কিংবা নিরপেক্ষ যাচাই ছাড়াই পরিচালিত এই তথ্যপঞ্জি প্রচুর সংখ্যক ভোটারকে বঞ্চিত করার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

তৃণমূলের সাফ কথা, যদি একজন বৈধ ভোটারের নামও এই অস্বচ্ছ, যাচাই না করা তথ্যের ফলে মুছে যায়, তবে সেটাকে কেবল অপরাধ হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা হবে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। আইনি পদক্ষেপ তো নেওয়া হবেই। গণ আন্দোলনও সংগঠিত করব। যারা এই ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরকে ভোটবাক্সে এর মূল্য চোকাতে হবে। জবাব দেবে জনতাই।

আওয়ামি লিগের লকডাউনে উত্তপ্ত রাজধানী ঢাকা

ঢাকা: আওয়ামি লিগের ডাকা লকডাউনের মধ্যেই ঘোষিত হল বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার রায়ের দিন। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মুর্তাজার নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, মামলার রায় ঘোষণা হবে সামনের সোমবার, ১৭ নভেম্বর। হাসিনা ছাড়াও এই মামলায় অভিযুক্ত আরও দু’জন— প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। মামুন অবশ্য তাঁর দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন আগেই। হয়েছেন রাজসাক্ষী। শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছিল সরকার। হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন অবশ্য তাঁদের খালাসের দাবি জানিয়েছেন। এদিন ঢাকায় লকডাউনের ডাক দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই থমথমে পরিবেশ ঢাকায়। যানবাহনের সংখ্যা নগণ্য। যাত্রীসংখ্যাও খুবই কম। বহু অফিস এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অঘোষিত ছুটি। কোথাও আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম। অন্তত ৭টি যানবাহনে আগুন লাগানো হয়েছে। ককটেল বিস্ফোরণও হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় লিগ সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে বিএনপি-জামাতের। গ্রেফতার অন্তত ৫০। অবরুদ্ধ পদ্মাসেতুও। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহঃ ইউনুস ঘোষণা করেছেন, ফেব্রুয়ারিতে ভোটের দিনেই নেওয়া হবে জুলাই সনদের জন্য গণভোট।

হাসিনা মামলার রায় সোমবার

৩০ বছরে জলবায়ু ঝুঁকিতে বিশ্বে ৯ নম্বরে ভারত

নয়াদিল্লি: বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের চরম প্রভাবগুলির প্রেক্ষিতে এখন ক্রমশ অরক্ষিত। তীব্র দাবদাহ, বিধ্বংসী বন্যা এবং শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের মতো একসময়ের বিরল ঘটনাগুলিই এখন এই অঞ্চলের জন্য ‘নিউ নর্মাল’। ২০২৪ সালকে উষ্ণতম বছর হিসাবে নিশ্চিত করার পর জার্মানওয়াচ প্রকাশিত সর্বশেষ ‘ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২৬’ (জলবায়ু ঝুঁকি সূচক)-এর সর্বশেষ রিপোর্ট বিশেষভাবে তুলে ধরেছে যে কীভাবে চরম আবহাওয়ার প্রভাব পড়ছে বিশ্বের নানা দেশে। আবহাওয়া পরিবর্তনের তীব্রতা ভারত-সহ বিশ্বব্যাপী জীবন ও অর্থনীতিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৯৫ থেকে ২০২৪ সালের দীর্ঘ ৩০ বছরের সময়কালে চরম আবহাওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত রয়েছে ৯ নম্বরে। এই সময়কালে দেশে ৪৩০টিরও বেশি জলবায়ু বিপর্যয়ে প্রায় ৮০,০০০ মানুষের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর প্রায় ৯.৬ শতাংশ। এর ফলে এদেশে আনুমানিক ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বে ৯,৭০০টিরও বেশি চরম আবহাওয়ার ঘটনা ৮,৩২,০০০ জনের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং প্রায় ৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। এই ৩০ বছরের সময়কালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে ছিল ডোমিনিকা, মায়ানমার এবং হন্ডুরাস। ডোমিনিকা বারবার শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছে। পশ্চিম গোলার্ধের অন্যতম দরিদ্র দেশ হন্ডুরাস ঘূর্ণিঝড়, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়, বন্যা, খরা এবং ভূমিধসের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা মায়ানমার ২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় টাইফুন ত্যাগি-র কারণে। এই সূচকে দীর্ঘমেয়াদে (১৯৯৫–২০২৪) ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে ৯ নম্বরে থাকা ভারতে প্রায় ৮০,০০০ মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে, যা চরম আবহাওয়ার ঘটনা থেকে বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর ৯.৬ শতাংশ। গত তিন দশকে খরা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ এবং বন্যা-সহ ৪৩০টিরও বেশি জলবায়ু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় ভারত। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণহানি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৯৮ সালের গুজরাত ও ১৯৯৯ সালের ওড়িশা ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন হুদহুদ (২০১৪) ও আমফান (২০২০), ২০১৩ সালের উত্তরাখণ্ড বন্যা এবং ২০১৯ সালের ভয়াবহ বন্যা। এছাড়া প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩ এবং ২০১৫ সালে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা-সহ অস্বাভাবিক তীব্র তাপপ্রবাহ বহু মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। পূর্ণাঙ্গ ক্রমতালিকা অনুসারে, চিন ১১, বাংলাদেশ ১৩, পাকিস্তান ১৫ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮ নম্বরে রয়েছে।

গত তিন দশকে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৩ নভেম্বর, রবীন্দ্র সদনে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন সম্মাননা প্রদান করা হয় ঋত্বিক ঘটকের ছবির সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, প্রযোজক, কলাকুশলীদের

উৎসবের আলো

গতকাল শেষ হয়েছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের উৎসবে বাইরে থেকে এসেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের কথা, ভাবনাচিন্তা সমৃদ্ধ করেছে, ছড়িয়েছে আলো। উৎসব ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, উৎসব-চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, জুন মালিয়া প্রমুখ। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

রমেশের পরামর্শ

সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। হাতে-কলমে শিখতে হবে কাজ। তারপরই বানাতে হবে ছবি। নতুন পরিচালকদের পরামর্শ দিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক রমেশ সিপ্পি। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি এসেছিলেন সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দিতে। তখনই বলেন এই কথা। পাশাপাশি বলেন, প্রকৃত দর্শক আজো পয়সা খরচ করে হলে গিয়ে সিনেমা দেখে।

এবারের উৎসবে তাঁর পরিচালিত 'শোলে' ছবির পঞ্চাশ বছর উদযাপিত হয়েছে। সেই ছবির বহু অজানা কথা শ্রোতাদের সামনে উজাড় করেন। তুলে ধরেন টুকরো টুকরো মজাদার ঘটনাও। বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রথমে গব্বর সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। ওটা ভিলেনের চরিত্র শুনে পিছিয়ে আসেন এবং ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয়ের আবদার করেন। তাঁকে বলা হয়, ঠাকুর চরিত্র করলে কিন্তু হেমা মালিনীকে নায়িকা হিসেবে পাওয়া যাবে না! তখন সবকিছু ছেড়ে তিনি বীরুর চরিত্র আঁকড়ে ধরেন এবং হেমা মালিনীর নায়ক হয়ে যান!

ওঠে অমিতাভ-জয়ার নীরব প্রেমের কথাও। সেই সূত্রেই আসে মাউথ অর্গান প্রসঙ্গ। ছবিতে সুরের মায়াজাল বিস্তার করেছিলেন রাহুল দেব বর্মন। তাঁকে স্মরণ করেন রমেশ সিপ্পি। বলেন, পঞ্চম ছিলেন বাংলার সন্তান। স্মরণ করেন আসরানিকেও। চিত্রনাট্যকার সেলিম-জাভেদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। পাশাপাশি জানান, বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'শোলে' দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ৭ নভেম্বর, তাঁর বক্তৃতার সময় শিশির মঞ্চের প্রায় প্রতিটি আসন ভরে গিয়েছিল। ছিলেন উৎসবের চেয়ারম্যান চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।

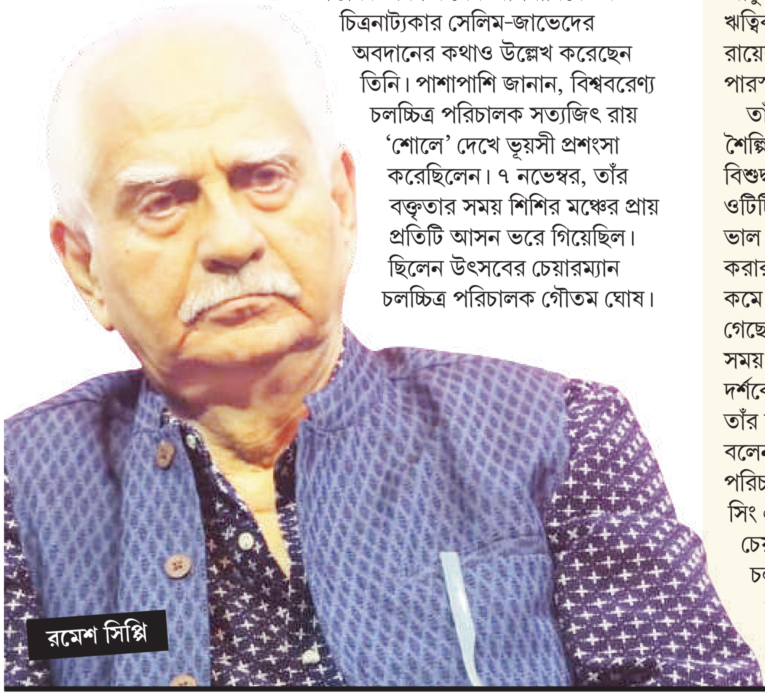

রমেশ সিপ্পি

আদুরের ঋত্বিক

চলচ্চিত্র পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণন। ছবি তৈরি করেন মালয়ালম ভাষায়। পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। পাশাপাশি পেয়েছেন পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। বাংলার সঙ্গে তাঁর বহু পুরনো সম্পর্ক। যখন সিনেমা তৈরির কাজে হাত দেননি, তখন থেকেই। অনুবাদে পড়েছেন প্রচুর বাংলা বই। এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১২ নভেম্বর শিশির মঞ্চে 'ঋত্বিক ঘটক স্মারক কথামালা'য় অংশ নেন ঋত্বিক ঘটকের এই কৃতী ছাত্র। কবে আলাপ হয়েছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'র পরিচালকের সঙ্গে? আদুর গোপালকৃষ্ণন বলেন, আলাপ হয়েছিল ১৯৬৩ সালে, ভারতের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন। সব শিক্ষকের থেকে আলাদা ছিলেন তিনি। সবাই মুগ্ধ ছিল তাঁর থিয়েটার ও সিনেমা জীবনের কৃতিত্বে। প্রত্যেক ছাত্রকেই সাহায্য করতেন। মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন সিনেমাকে। কাজ করতে চাননি বাঁধাধরা চিত্রনাট্যে। কেমন সম্পর্ক ছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে? আদুর গোপালকৃষ্ণন বলেন, ঋত্বিক ঘটক এবং সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তাঁর আক্ষেপ, শৈল্পিক সিনেমার বিশুদ্ধতা নষ্ট করছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। ভাল ছবিকে সমর্থন করার লোকজন কমে গেছে। বদলে গেছে প্রযুক্তি, সময় এবং দর্শকের রুচি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন চলচ্চিত্র পরিচালক অনুপ সিং এবং উৎসবের চেয়ারম্যান চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।

আদুর গোপালকৃষ্ণন

শান্তনুর সুর

ছিলেন বিজ্ঞাপন সংস্থার ক্লায়েন্ট সার্ভিসিং এক্সিকিউটিভ, হয়ে গেলেন সুরকার। তিনি শান্তনু মৈত্র। ১৩ নভেম্বর, উৎসবের শেষ দিন ছিলেন রবীন্দ্র সদনে। কথা বলেন, শোনান গান। তিনি জানান, এজেন্সির তৎকালীন ক্রিয়েটিভ হেড প্রদীপ সরকার তাঁকে শেষ মুহূর্তে একটি জিঙ্গেল রচনা করতে বলেন। জিঙ্গেলটি ছিল 'বোলে মেরে লিপস/ আই লাভ আঙ্কেল চিপস'। যা রীতিমতো হিট করে। একটি অ্যালবামে তাঁর সুরে গান করেন শুভ মুদগাল।

২০০২ সালে মুম্বই চলে আসেন। সুধীর মিশ্রের 'হাজারোঁ খোয়াইশেঁ অ্যায়সি' সিনেমায় কাজ করেন। তারপর সুর দেন প্রদীপ সরকারের 'পরিণীতা' ছবিতে। হাতের মুঠোয় সাফল্য। তিনি মনে করান, এই বছর পালিত হচ্ছে 'পরিণীতা' ছবির ২০ বছর। সেইসঙ্গে বলেন শ্যাম বেনেগল, প্রদীপ সরকার, বিধুবিনোদ চোপড়া, সুজিত সরকার, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল। পাহাড়ে বেড়াতে ভালবাসেন। পাহাড়ির সুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। গাড়ির গতি সহায়ক হয় তাঁর সৃষ্টিতে। কীভাবে সুর ধরা দেয় তাঁর কাছে, জানিয়েছেন। বলেছেন সাফল্য ভুলে শূন্য থেকে শুরু করার কথা।

শান্তনু মৈত্র এবং অরিন্দম শীল

উত্তর ভারতে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। বাংলার প্রতি তাঁর নিবিড় টান। শান্তনু মৈত্র বললেন, সুন্দর সুন্দর সব জিনিস আছে পশ্চিমবঙ্গে। এমন আর কোথাও নেই। যাঁরা এখানে থাকেন, তাঁরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন না। আমরা প্রবাসী, বাংলাকে আঁকড়ে ধরে থাকি। আমার গান কোনও বাঙালির মন ছুঁয়ে গেলে ভাল লাগে। আমি বাইরে থেকে বাংলার দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, যাঁরা বাংলায় থাকেন, তাঁরা কেন অকারণে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন!

তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল। পর্বটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শেষে জানতে চাইলাম, আপনার প্রিয় সুরকার কে? শান্তনু মৈত্র বললেন, সলিল চৌধুরী। যাঁর শতবর্ষ পালিত হচ্ছে উৎসবে।

মাঠে ময়দানে
14 November, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বরোদার হয়ে খেলবেন হার্দিক পান্ডিয়া

প্রিয় ধোনি, প্রেরণা শেহবাগ : হরমন

দীপ্তিকে বরণ আগ্রায়

চেন্নাই, ১৩ নভেম্বর: প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মারা। মেয়েদের ক্রিকেটে দেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানোর কৃতিত্ব দেখিয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন হরমনপ্রীত। বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন চেন্নাইয়ের একটি স্কুলে। সেখানে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সংবর্ধিত হন হরমন। বিশ্বকাপের রেপ্লিকা নিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ছবি তোলেন, ক্রিকেট খেলার জন্য তাদের উৎসাহিতও করেন।

ছাত্রীদের উৎসাহিত করার ফাঁকে প্রশ্নোত্তর পর্বে ভারত অধিনায়ক বলেন, অনেকেই আমাকে স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের ক্রিকেটে উৎসাহিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এদিন আমি সেই সুযোগ পেয়েছিলাম। চেন্নাইয়ের এই স্কুলে এসে আমি দারুণ খুশি। আমার জন্য দারুণ মুহূর্ত।

বিরাট কোহলি ও এমএস ধোনির মধ্যে কে তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার? জবাবে হরমনপ্রীত জানান, ধোনি তাঁর প্রিয়। তবে প্রেরণা বীরেন্দ্র শেহবাগ। হরমনের কথায়, টেস্ট ক্রিকেট আমার সবচেয়ে প্রিয় ফরম্যাট। ধোনি আমার প্রিয় ক্রিকেটার হলেও শেহবাগ অনুপ্রেরণা।

চেন্নাইয়ে হরমনপ্রীত। হাতে তুলে নিলেন ব্যাট। বৃহস্পতিবার।

স্কুলের মেয়েদের পড়াশোনা এবং খেলাধুলায় সফল হওয়ার জন্য শৃঙ্খলার পাশাপাশি পরিশ্রম করা এবং মনঃসংযোগ ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন হরমন। তাঁর কথায়, লোকে এখন ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে তুলনা করছে না। সবাই খেলা উপভোগ করছে, টিভি রেটিং বাড়ছে, মাঠ ভরছে। গর্বের মুহূর্ত মেয়েদের ক্রিকেটে।

বৃহস্পতিবারই আগ্রায় ঘরে ফিরলেন বিশ্বকাপ ফাইনালের অন্যতম কান্ডারি টুর্নামেন্টের সেরা দীপ্তি শর্মা। আগ্রার রাজপথে ১০ কিলোমিটারের রোড-শোয়ে দীপ্তিকে বরণ করতে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। নিরাপত্তায় ছিল ১৫০-র উপর পুলিশ। জেলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় দীপ্তিকে।

জোড়া সোনায় দাপট জ্যোতির

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর: এশীয় তিরন্দাজির কম্পাউন্ড বিভাগে দাপুটে পারফরম্যান্স ভারতীয় তিরন্দাজদের। ঢাকায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে ভারত মোট পাঁচটি পদক জিতেছে। যার মধ্যে মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা এবং রুপো ছাড়াও মহিলাদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে সোনা এসেছে। পাশাপাশি ছেলেদের টিম ইভেন্টে এসেছে একটি সোনা এবং রুপো। জোড়া সোনা জ্যোতি সুরেখা ভেনমের। বৃহস্পতিবার মেয়েদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে জ্যোতি, প্রীতিকা প্রদীপ এবং দীপশিখা ফাইনালে হারান দক্ষিণ কোরিয়াকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে জ্যোতিরা জেতেন ২৩৬-২৩৪ ফলে। এরপর মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালেও বাজিমাত করেন জ্যোতি। তিনি ভারতেরই প্রীতিকাকে ১৪৭-১৪৫ ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জেতেন। ছেলেদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে রুপো জেতেন অভিষেক ভার্মা, সাহিল যাদবরা। তবে মিক্সড টিম ফাইনালে অভিষেক ও দীপশিখার জুটি বাংলাদেশকে হারিয়ে সোনা জেতে।

রোজ সাড়ে চার ঘণ্টা প্রস্তুতি ধোনির

’২৬ আইপিএলেও খেলবেন থালা

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি ২০২৬-এও আইপিএলে নামবেন বলে খবর। তার জন্য প্রবল প্রস্তুতি শুরু করেছেন গত সেপ্টেম্বর থেকে। কিন্তু ধোনি কি পুরো আইপিএল মরশুম খেলবেন? নাকি মাঝপথে আইপিএল থেকে বিদায় নেবেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন ধোনিকে আগামি আইপিএলে দেখা যাবে। ডিসেম্বরে আইপিএলের মিনি নিলাম। তার আগে ধোনি খেলবেন এই খবর তাঁর ভক্তদের আশ্বস্ত করেছে। সিএসকের কয়েকজন ক্রিকেটার ও কিছু ক্রিকেট পণ্ডিত অবশ্য মনে করছেন ধোনি মাঝপথেই বিদায় নিতে পারেন। এরজন্যই কি সঞ্জু স্যামসনকে দলে পেতে চাইছে সিএসকে?

মধ্য চল্লিশের ধোনি এখন আর আগের মতো ফিট নন। তবু সেপ্টেম্বর মাস থেকে আইপিএলের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। আর এই প্রস্তুতি চলছে রাঁচির ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মাঠে। যা ধোনির রিং রোডের বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে। কেমন ধোনির রোজকার রুটিন? বেলা দেড়টায় স্টেডিয়ামে এসে প্রথমে তিনি এক ঘণ্টা জিম করেন। তারপর নেটে চলে যান। পরের দু'ঘণ্টা ব্যাটিং করেন। ফোকাস থাকে পাওয়ার হিটিংয়ে। রঞ্জি ট্রফির খেলা চলছে বলে তিনি খুব বেশি সেন্টার উইকেটে ব্যাট করার সুযোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু পেলেই সেটা কাজে লাগাচ্ছেন। এরপর আধ ঘণ্টা সাঁতার কাটেন। অতঃপর সাড়ে চার ঘণ্টা প্র্যাকটিস করে ধোনি বাড়ি ফিরে যান।

গত দু'মাস ধরে এটাই ক্যাপ্টেন কুলের রুটিন। বেলা দেড়টায় এসে ছ'টায় বাড়ি ফেরা। আপাতত তাঁর প্রস্তুতি চলছে নিজের শহর রাঁচিতে। কিন্তু চেন্নাইয়ে আইপিএল প্র্যাকটিস শুরু হলে ধোনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

সিরিজ সরল রাওয়ালপিন্ডিতে

দলকে কড়া বার্তা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের

রাওয়ালপিন্ডি, ১৩ নভেম্বর: ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের জেরে নিরাপত্তার আশঙ্কায় পাকিস্তান সফররত শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফের কয়েকজন সদস্য দেশে ফিরতে চেয়েছেন। কিন্তু পিসিবি উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ায় খেলোয়াড়দের পাকিস্তানেই থাকার নির্দেশ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা বোর্ড। কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে চারিথ আসালাঙ্কাদের বোর্ড জানিয়েছে, কেউ দেশে ফিরতেই পারেন। তবে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিয়ে 'আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা' হবে। আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের আশঙ্কায় পুরো ত্রিদেশীয় সিরিজ রাওয়ালপিন্ডিতে সরিয়ে নিল পাকিস্তান। ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সিরিজ। শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার দেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিল। এরপর শ্রীলঙ্কা বোর্ডকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় পিসিবি। সেই আশ্বাস পেয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ড তাদের ক্রিকেটারদের পরামর্শ দেয় পাকিস্তানে খেলা চালিয়ে যাওয়ার। ত্রিদেশীয় সিরিজ রাওয়ালপিন্ডিতে সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি চলতি ওয়ান ডে সিরিজ বাতিল না করে বাকি দু'টি ম্যাচের সময়সূচিতে পরিবর্তন করেছে মহসিন নকভির পাক বোর্ড। বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ান ডে হওয়ার কথা ছিল, সেটা পিছিয়ে শুক্রবার হবে। আর রাওয়ালপিন্ডিতেই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচটি একদিন পিছিয়ে হবে সোমবার।

জাপানে শেষ আটে লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৩ নভেম্বর: জাপান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন মাস্টার্সে ছেলেদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। তিনি স্ট্রেট গেমে হারান সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং তেহ-কে। ভারতীয় তারকা মাত্র ৩৯ মিনিটে ২১-১৩, ২১-১১ ফলে জেতেন। শেষ আটে লক্ষ্যর সামনে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিঙ্গাপুরেরই লো কিয়েন ইউ। বিশ্বের ১৫ নম্বর লক্ষ্য দাপটে শুরু করে দ্রুত ৮-৫ পয়েন্টে এগিয়ে যান। তেহ পাল্টা দাপট দেখিয়ে ১০-৯ ব্যবধানে এগিয়ে যান। কিন্তু দ্রুত ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে প্রথম গেম জিতে নেন ভারতীয় তারকা। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে আগ্রাসী খেলে দ্রুত ৫-০ এগিয়ে যান লক্ষ্য। চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। লক্ষ্য এগোলেও বিদায় নেন এইচএস প্রণয়। রাসমাস জেমকের কাছে ১৮-২১, ১৫-২১ ফলে হারেন তিনি।

হাজার গোলে ভুলো না আমাকে : আনচেলোত্তি

রোনাল্ডোকে বার্তা

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ নভেম্বর: ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করবেন চল্লিশের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, বিশ্বাস করেন কিংবদন্তি ইতালীয় কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। রোনাল্ডোর পুরনো ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে যিনি চলতি বছরেই ব্রাজিলের দায়িত্বভার নিয়েছেন। আনচেলোত্তি চান, হাজার গোলের উৎসবের সময় পর্তুগিজ মহাতারকা যেন তাঁকে ভুলে না যান। রিয়ালের প্রাক্তন কোচ জানিয়েছেন, ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে রোনাল্ডোর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকবেন তিনি।

আনচেলোত্তি মনে করছেন, ৪০ বছর বয়সে লুকা মদ্রিচ যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেন, সেভাবেই তাঁর প্রাক্তন সতীর্থও গোলের খিদে ধরে রাখবেন। ব্রাজিল কোচ বলেছেন, ক্রিশ্চিয়ানো ১০০০ গোলের কীর্তি গড়বে। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কোনও সন্দেহ নেই যে, সে এটা করতে পারবে না। লুকা ইতালির ক্লাবের যাওয়ার পর অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, ৪০ বছরে সফল হবে কি না! আমি তাদের বলেছিলাম যে, অবশ্যই মিলানে ভাল খেলবে লুকা। ক্রিশ্চিয়ানো এবং লুকা চূড়ান্ত পেশাদার। ফুটবলকে ওরা ভালবাসে এবং এই খেলাটির প্রতি দায়বদ্ধ। এরা যা খুশি সব অর্জন করতে পারে। ক্রিশ্চিয়ানো অবশ্যই ১০০০ গোল করবে। কিন্তু যখন সে এটা করবে, তখন তার সেই অবিশ্বাস্য রেকর্ড উদযাপনে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে যেন ভুলে না যায়।

মাদ্রিদে তাঁর কোচিংয়ে রোনাল্ডোর সাফল্য কম নয়। তাই পর্তুগিজ সুপারস্টারের প্রতি আনচেলোত্তির অগাধ শ্রদ্ধা। ইতালীয় কোচ মনে করেন, সাফল্যের খিদে এবং পেশাদারিত্বই রোনাল্ডোকে শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

ঈশ্বর এবার জবাব দিলেন। তাঁকে ও পরিবারকে যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, তা নিয়ে মুখ খুললেন জেমাইমা

ডায়মন্ড হারবারের হয়ে খেলতে পারেন ডেকোরা

ডেকোর খেলা দেখার সুযোগ হতে পারে কলকাতার।

মেসির সামনে অলস্টার ম্যাচ

প্রতিবেদন: আগামী ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির সম্মানে গোট কনসার্টের অনুষ্ঠানে মোহনবাগান অলস্টার মুখোমুখি ডায়মন্ড হারবার অলস্টার একাদশের। এই প্রীতি ম্যাচ এবং গোট কনসার্টের অনুষ্ঠানের জন্য ক্লাবের লোগো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। মোহনবাগান আগেই তাদের সম্মতি দিয়েছে। অলস্টার ম্যাচে ভারতের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বিশ্বকাপজয়ী স্প্যানিশ ফুটবলার ডেকো, প্রাক্তন ডাচ তারকা এডগার ডেভিডস, ব্রাজিলের দানি আলভেজরা খেলতে পারেন।

খেলোয়াড় তালিকা এখনও চূড়ান্ত না হলেও ডেকো, ডেভিডসকে আনার মরিয়া চেষ্টা করছেন দেশের চার শহরে মেসির ইভেন্টের উদ্যোক্তা ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত। কারাদণ্ডের সাজা কাটানোয় আলভেজের ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে। তবে ডেকো, ডেভিডসদের গোট কনসার্টে থাকার ব্যাপারে আশাবাদী শতদ্রু। জাগোবাংলাকে তিনি বললেন, অলস্টার ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে ডেকো, ডেভিডসকে। এখনও কিছু চূড়ান্ত নয়। তবে বাইচুং ভুটিয়া, লিয়েন্ডার পেজরা থাকবেন। তাঁরা ডায়মন্ড হারবারের হয়ে নামতে পারেন। টাইগার শ্রফ, জন আব্রাহামরা থাকবেন। আরও অনেক সেলিব্রিটিকেই আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। দু'দলের খেলোয়াড় তালিকা চূড়ান্ত করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি গোট কনসার্টে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চিফ প্যাট্রন তিনি। অলস্টার ম্যাচে অভিষেককে কিছুক্ষণের জন্য মাঠে নামানোর ভাবনাও রয়েছে আয়োজক শতদ্রুর। ১৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত যুবভারতীতে মেসির সম্মানে গোট কনসার্ট অনুষ্ঠান। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে সংবর্ধিত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ বাংলার একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফুটবল ক্লিনিকের পাশাপাশি একটি মিউজিক্যাল কনসার্টও হবে। মুম্বইয়ের নামী ব্যান্ডের পাশাপাশি বাংলার চন্দ্রবিন্দু, ফসিলসের পারফর্ম করার কথা।

আই লিগ নিয়ে আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

ক্লাবদের সঙ্গে মঙ্গলে বৈঠক

প্রতিবেদন: আইএসএল নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আই লিগ ক্লাবগুলিরও ক্ষোভ বাড়ছে। কল্যাণ চৌবেদের এড়িয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর সঙ্গে বৈঠকে বসে ডায়মন্ড হারবার এফসি-সহ আই লিগের আটটি ক্লাবের প্রতিনিধিরা। এদিনই আবার সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ফেডারেশনের বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির প্রধান প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। বৃহস্পতিবারই আবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে আইএসএলের ক্লাবগুলিকে জানানো হল, আগামী ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে আইএসএল নিয়ে বৈঠক হবে।

সূত্রের খবর, বুধবার সিইও এবং অধিনায়কদের সঙ্গে বৈঠকে ফেডারেশনের শীর্ষকর্তা ক্লাবগুলিকে আশ্বাস দিয়েছেন, ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে-র মধ্যে আইএসএল আয়োজন করতে চান তাঁরা। কীভাবে হতে পারে লিগ, তারই রূপরেখা নিয়ে নাকি আলোচনা চান কল্যাণ চৌবেরা। কিন্তু মার্কেটিং পার্টনার নিয়ে জটিলতায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এগোনো অসম্ভব। ফেডারেশন কর্তাদের দাবি, নভেম্বরের শেষেই আদালতের নির্দেশ চলে আসবে। এদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আই লিগের ক্লাবগুলিকে আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র বের করার। আই লিগের ক্লাবেরা আবার ফেডারেশনকে তাদের কিছু দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। এদিকে, ২০টি রাজ্য সংস্থা ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানালো নতুন গঠনতন্ত্রে থাকা এক ব্যক্তি ও এক পদের শর্ত বাতিল করার জন্য। কর্মসমিতির সদস্য হলে রাজ্য সংস্থার পদ ছাড়ার নিয়ম মানছেন না তাঁরা।

কেকেআরের সহকারী কোচ হলেন ওয়াটসন

মুম্বইয়ে শার্দূল, রাদারফোর্ড

প্রতিবেদন: নতুন মরশুমের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং টিমের ধার বাড়ল। কেকেআরে যোগ দিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। অতীতে রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা। এবার কেকেআরের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করবেন ওয়াটসন। কয়েকদিন আগেই অভিষেক নায়ারকে হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ করে কেকেআর। এবার তাঁর বিদেশি সহকারী নিল তিনবারের আইপিএল জয়ীরা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশাল অভিজ্ঞতা ওয়াটসনের। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দু'বার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছেন। দেশের জার্সিতে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১০ হাজারের উপর রান এবং ২৮০টির বেশি উইকেট রয়েছে। ১২ বছরের আইপিএল কেরিয়ারে চারটি সেঞ্চুরি রয়েছে ওয়াটসনের। দিল্লি ক্যাপিটালসে রিকি পন্টিংয়ের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

কেকেআরে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত অস্ট্রেলীয় তারকা। ওয়াটসন বলেন, কেকেআরের মতো আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজির অঙ্গ হতে পারা সম্মানের। আমি সবসময় কেকেআরে ম্যানেজমেন্ট কর্তাদের দায়বদ্ধতাকে কুর্নিশ জানাই। এখানে সমর্থকদের আবেগ, উৎসাহও দেখার মতো। এখানে কোচিং গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার জন্য উদগ্রীব। কলকাতাকে আরও একটা খেতাব দিতে চাই। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর জানিয়েছেন, খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে ওয়াটসনের বিশাল অভিজ্ঞতা দলের

প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে।

এদিকে, ট্রেডিং উইন্ডোতে লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে ২ কোটি টাকার বর্তমান পারিশ্রমিকেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে গেলেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। গুজরাট টাইটান্স থেকে মারকুটে ক্যারিবিয়ান ব্যাটার শেরফানে রাদারফোর্ডকে ২.৬০ কোটি টাকায় নিল মুম্বই। শনিবার ১৫ ডিসেম্বর ধরে রাখা ক্রিকেটারদের নাম জানিয়ে দিতে হবে দলগুলিকে। অর্জুন তেন্ডুলকর যেতে পারেন লখনউয়ে।

ভুটানকে ৬ গোল ভারতের

বেঙ্গালুরু, ১৩ নভেম্বর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলতে খালিদ জামিলের ভারত রওনা হচ্ছে শনিবার। মঙ্গলবার ঢাকায় হামজা চৌধুরীদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। তার আগে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে ভুটানের বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি ম্যাচে ৬-১ গোলে জিতল ভারত। সূত্রের খবর, ম্যাচে ভাল খেলে গোল করেছেন অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ছেড়ে ভারতীয় দলে যোগ দেওয়া রায়ান উইলিয়ামস। খালিদের দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে। তবে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছে ভারত।

প্রজ্ঞার বিদায়

■ **মারগাঁও:** ফিডে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দুই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি এবং পি হরিকৃষ্ণ। তবে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন আর প্রজ্ঞানন্দ। ভারতের কিশোর দাবাড়ুকে হারান রুশ গ্র্যান্ডমাস্টার দানিল দুবোভ।

কল্যাণীতে ভাগ্য নির্ধারণ শামির

থাকবেন আগারকর

প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে খেলবে ভারত, কল্যাণীতে পরীক্ষায় বসছেন মহম্মদ শামি। রবিবার থেকে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ অসম। কল্যাণীতে হবে এই ম্যাচ। শামির রিপোর্টকার্ড তৈরি করতে কল্যাণীতে যাবেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর। ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচের জন্য কলকাতাতেই রয়েছেন আগারকর।

রেলওয়েজ ম্যাচে বিশ্রাম নেওয়ার পর অসমের বিরুদ্ধে খেলবেন শামি। জাতীয় দলে তারকা পেসার আর ফিরবেন কি না, তা হয়তো এই নভেম্বরেই ঠিক হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে জায়গা না পাওয়ায় শামি ও আগারকরের মধ্যে বাগযুদ্ধ বাধে। আগারকর দল ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে শামির ফিটনেসের কোনও আপডেট নেই। শামি পাল্টা জানিয়েছিলেন, কাউকে ফিটনেস নিয়ে তথ্য জানানো তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। প্রথম দু'টি রঞ্জি ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে বার্তাও দেন। বারবার উপেক্ষিত হওয়ায় মানসিকভাবে ধাক্কা খাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই নির্বাচক প্রধানের সামনে শামি ফের জ্বলে ওঠেন কি না, দেখার। বৃহস্পতিবারই অসম ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে বাংলা। অভিষেক পোড়েল ভারত 'এ' দলে থাকায় এই ম্যাচে নেই। দলে দু'টি বদল। কনিষ্ক শেঠের জায়গায় এসেছেন শামি। বাদ পড়েছেন শুভম চট্টোপাধ্যায়।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 November, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

শুভমন বললেন, ভারতে ম্যাচ জেতায় স্পিনাররা। তাই কি স্পিনের জন্য বাড়তি প্রস্তুতি?

ধন্দে পিচ, ভাবনায় ভেসে কুলদীপ

কোচের সঙ্গে কুলদীপ। তিনি খেলবেন? ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলোক সরকার

ভারতীয় দল ইডেন ছেড়ে যাওয়ার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন। সোজা চলে গেলেন পিচের উপর। পুরোনো অভ্যাসে টিপে দেখলেন বাইশ গজ। হয়তো বোঝার চেষ্টা করলেন এত কথা কীসের জন্য! পিচের উপর যেটুকু ঘাস ছিল সেটাও চেঁচে সাফ করে দিয়েছেন মাঠ কর্মীরা। এখন এটা টিপিক্যাল টেস্ট ম্যাচ পিচ।

সৌরভকে দেখে পিচের উপর চলে এলেন টেম্বা বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ও সৌরভের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হল। বাভুমা একটু আগে বলে গিয়েছেন এটা বেশ ভাল পিচ। সৌরভকেও কি সেটাই বললেন? কে জানে! আসলে ভারতীয় দল পাঁচ দিন আগে কলকাতায় এসে পিচ নিয়ে আবদারে-আবদারে সিএবিকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। এমনকী এদিন গম্ভীররা হোটেলে চলে যাওয়ার পরও ভারতীয় দলের প্র্যাকটিস জার্সিতে থাকা এক টিম স্টাফকে দৌড়ে এসে সৌরভকে ফোন ধরাতে দেখা গেল। কে ছিলেন ফোনের ওপারে? কে জানে!

ভারত শেষবার ইডেনে টেস্ট খেলেছে ছ-বছর আগে। তখন বাংলাদেশ, এখন দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তারা। শুভমনদের কথাবার্তায় তাই সমীহ ঝরে পড়ছে। উপায়ও নেই। বাভুমার এই দলের ব্যাটিং, বোলিং অসাধারণ। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাভুমার তিন স্পিনার হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। দলে মার্করাম, ব্রেভিস, স্টাবস, রিকেলটন, বাভুমার মতো ব্যাটার রয়েছেন। করভিন বশ, মার্কো জেনসেনের মতো অলরাউন্ডার। সঙ্গে রাবাডার মতো ডাকসাইটে সিমার। এর সঙ্গে ক্রিকেট বিশ্বে সাড়া ফেলে দেওয়া তিন স্পিনার কেশব মহারাজ, সেনুরুন মুথুস্বামী ও সাইমন হার্মার। যারা এখন ব্যাটারদের ত্রাস।

সকালে ভারতীয় দল প্র্যাকটিসে এল যশস্বীদের ছাড়াই। টেস্টের আগের দিন পুরো দলের একসঙ্গে প্র্যাকটিস না করা দস্তুর এখন। দুপুরে বাভুমারাও এলেন ভাঙা দল নিয়ে। গম্ভীর অবশ্য আগের দিনের মতো এদিন আর পিচ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেননি। তাঁর অধিনায়ক আবার মিডিয়াকে বলে গেলেন এই পিচকে তিনি বুঝে উঠতে পারেননি! একেকদিন একেকরকম দেখছেন। ফলে অক্ষর নন, কুলদীপই যে খেলবেন সেটা জোর দিয়ে বলে যেতে পারলেন না।

শুভমনদের জন্য একের পর এক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই সিরিজে। যেমন তাঁরা সাদা বল থেকে লাল বলে এলেন। টি ২০, ওডিআই থেকে সোজা এবার ঝাঁপ মেরেছেন টেস্ট ক্রিকেটে। অধিনায়ক বলছিলেন, সেই এশিয়া কাপ থেকে দৌড়ঝাঁপ চলছে। কিন্তু পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে এসব মানিয়ে নিতেই হবে। তবে তিনি আশায় আছেন বল রিভার্স করবে এখানে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বল ঘুরবে ধরে নিয়ে বুমরা ও সিরাজ ছাড়া বাড়তি সিমারে যেতে পারছেন না তাঁরা। তৃতীয় সিমার যিনি হতে পারতেন সেই নীতীশকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে শুভমন বলছিলেন ভারতে বেশিরভাগ ম্যাচের ফয়সালা হয় স্পিনারদের হাতে। যার হাতে যত ভাল স্পিনার, তার জেতার সম্ভাবনা তত বেশি। কিন্তু এখানে সকালে বল মুভ করে, বিকেলে তাড়াতাড়ি আলো কমে আসে। ফলে এসবও মাথায় রাখতে হচ্ছে। এদিন শুভমনকে আলাদা করে স্পিনের সামনে প্র্যাকটিস করতে দেখা গেল। অক্ষর আর জাদেজার সঙ্গে একজন নেট বোলার। নেটের পিছনে দাঁড়িয়ে সেটা দেখলেন গম্ভীর। এভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল। বোঝা যাচ্ছে ঘুরেফিরে সেই স্পিনই ছেয়ে রয়েছে বাইশ গজে।

ইডেনে আগারকর। বৃহস্পতিবার

ভারতে টেস্ট জেতায় স্পিনাররাই

শামি ভাইকে মিস করছি, দাবি শুভমনের

প্রতিবেদন : সেই এশিয়া কাপ থেকে দৌড় শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সিরিজ। নানারকম ফর্ম্যাট। একবার সাদা বল তো একবার লাল বল। শুভমন গিল বললেন, আমি এখনও বোঝার চেষ্টা করছি কীভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করব।

বছর ছাব্বিশের তরুণ অধিনায়ক জানেন পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে এসব নিয়েই চলতে হবে। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে শারীরিক দিক থেকে সমস্যা না থাকলেও মানসিক চাপ অবশ্যই আছে। তার উপর দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাদের হারাতে হলে ভারতকে সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে। শুভমনের কথায়, জানি কাজটা সহজ হবে না। ওরা চ্যাম্পিয়ন দল। কিন্তু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কথা মাথায় রাখলে এই দুটো টেস্ট আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইডেন তাঁর পছন্দের মাঠ। পাঞ্জাবের হয়ে রঞ্জি খেলেছেন এই মাঠে। তবে ইডেনে টেস্ট খেলবেন এই প্রথম। শুভমন বলছিলেন, ছ-বছর পর টেস্ট হচ্ছে ইডেনে। তাই ভাল খেলতে চাই। তবে শুভমন এটা খোলসা করেননি যে তৃতীয় স্পিনার হিসাবে অক্ষর না কুলদীপ কাকে খেলাবেন। তিনি জানালেন, উইকেট প্রথম দিন যা দেখেছিলেন, দ্বিতীয় দিন অন্যরকম লাগল। ফলে শুক্রবার সকালে উইকেট দেখে চূড়ান্ত দল। কিন্তু কুলদীপ যেভাবে নাগাড়ে নেটে ব্যাট বল করে গেলেন তাতে পাল্লাভারি তাঁর দিকে। অক্ষর কি বাইরে?

নিজের সম্পর্কে শুভমন বলছিলেন, যখন ব্যাট করতে নামি তখন আর কিছু ভাবি না। তবে ফিল্ডিংয়ে নামলে নেতা হিসাবে ভাবতে হয়। আসলে প্রত্যেক দিনই চ্যালেঞ্জ। এদিন দল নিয়ে আরও বলতে গিয়ে শুভমন টেনে আনেন মহম্মদ শামির নাম। তিনি বললেন, শামি ভাইয়ের মতো কোয়ালিটি বোলার খুব বেশি নেই। এরকম প্লেয়ারকে মিস করা খুব কঠিন। তবে এই ব্যাপারে নির্বাচকেরা আরও ভাল বলতে পারবেন।

গুরু গম্ভীরের ক্লাসে শুভমন। বিষয় স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যাটিং। বৃহস্পতিবার।

বাভুমার মাথায় কুলদীপ

পিচ পরীক্ষায় সৌরভ ও বাভুমা।

প্রতিবেদন : জার্সিতে একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্যাজ ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না টেম্বা বাভুমার। বড়জোর বলতে পারলেন, এখন একটু গর্ব হয়। বাকি সব পিছনে ঠেলে দিয়েছি। মাত্র কয়েকদিন আগে স্পিন অস্ত্রে নাজেহাল করেছেন পাকিস্তানকে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তার থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ মানছেন এই ভারত সিরিজকে। বললেন, ভারতের মাটিতে ভারতকে খেলা মস্ত চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এবার এখান থেকে জিতে ফিরতে চাই। কলকাতায় বল একটু বেশি সুইং করে। বাভুমা তাই তিন স্পিনার খেলানো নিয়ে কিঞ্চিৎ ধন্দে। না হলে ব্যাটিং নিয়ে তাঁর ভাবার কিছু নেই। ছয় ব্যাটার নিয়েই নামব। বললেন তিনি। বাভুমা বলছিলেন, তাঁরা এই সিরিজ ভীষণভাবে জিততে চান। তাঁরা ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে বেশি করে ম্যাচ খেলতে চান। এখানে দুই নয়, তিনটি টেস্ট খেলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কী আর করা যাবে! তবে কলকাতায় আসার আগে ভারত এ দলের সঙ্গে খেলে খুব উপকার হয়েছে। ওদের বোলিং খুব ভাল ছিল। চোট অনেকদিন বাইরে রেখেছিল বাভুমাকে। আবার এই ফিরে আসাকে উপভোগ করছেন। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে হারিয়েছিলেন। এখানে ২-০ জিতলে গর্বিত হবেন। কিন্তু বাভুমা এগিয়ে রাখছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাকেই। তাঁর মতে ভারতীয় দল ভাল। তবে একটু অনভিজ্ঞ। তিনি এই প্রথম কুলদীপকে খেলবেন। এ ম্যাচে কুলদীপ খেললে ভাল হত। ওকে খেলে নেওয়া যেত। বলছিলেন বাভুমা। অনেকটা বল ঘোরায়। ওকে একটু বুঝে নিতে হবে আগে। জানালেন তিনি।